ইউনিট-৩

বাংলা পাঠ-পরিকল্পনা

অধিবেশন-১৪ : শিখন ফল ও শিখন কার্যাবলী

অধিবেশন-১৫ : বাংলা পাঠ পরিকল্পনা : পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার

অধিবেশন-১৬ : পাঠ ও পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা

অধিবেশন-১৭ : পাঠটীকা প্রণয়ন কৌশল

অধিবেশন-১৮ : ফলাবর্তন অনুযায়ী অনুশিক্ষণ ও ছদ্মশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন

ইউনিট-৩ **অধিবেশন-১৪**

শিখনফল ও শিখন কার্যাবলি

কোন একটি পাঠশেষে শিক্ষার্থী কী শিখবে, তাদের আচরণের কী পরিবর্তন হবে কী ধরনের জ্ঞান (Knowledge), দক্ষতা (Skill), ও দৃষ্টিভঙ্গি (Attitude) অর্জন করবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিবৃতিই হল শিখনফল। শিখনফল পরিমাপ যোগ্য ও পর্যবেক্ষণ যোগ্য। শিখনফল নির্বাচনের মূলভিত্তি হচ্ছে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কারণ প্রতিটি পাঠের মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাক্রমের পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর অংশ বিশেষ অর্জন করে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- শিখনফল বিষয়ক আবেগ সৃষ্টিতে সক্ষম হবেন।
- শিখন কার্যাবলী নিরূপণ ও বিন্যাসের বিবেচ্য বিষয় ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবেন।
- বাংলা পাঠ পরিকল্পনার শিখনফল নির্বাচনের ভিত্তি ও শিখনফল লেখার নিয়ম শনাক্ত করতে সক্ষম হবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-১: আবেগ সৃষ্টি

পাঠদানের জন্য পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন শিক্ষকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ পাঠদান করতে গিয়ে তাকে কী করতে হবে, কীভাবে করতে হবে এ সবই বলে দেয় পাঠ পরিকল্পনা। পাঠের ধারা বাহিকতা অক্ষুন্ন রেখে সফলভাবে পাঠদান সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে পাঠ পরিকল্পনার কোন বিকল্প নেই। পাঠের শিখনফল, প্রয়োজনীয় উপকরণ, সময় বিভাজনসহ নানা দিক এতে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা নিচের ঘর গুলো পূরণ করি-

(ক) পাঠ পরিকল্পনার প্রণয়নের আবশ্যকতা

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.

(খ) আসুন এবার আমরা পাঠ পরিকল্পনার অর্ন্তভুক্ত বিষয়গুলো মাইন্ড ম্যাপিং এর সাহায্যে শনাক্ত করি।

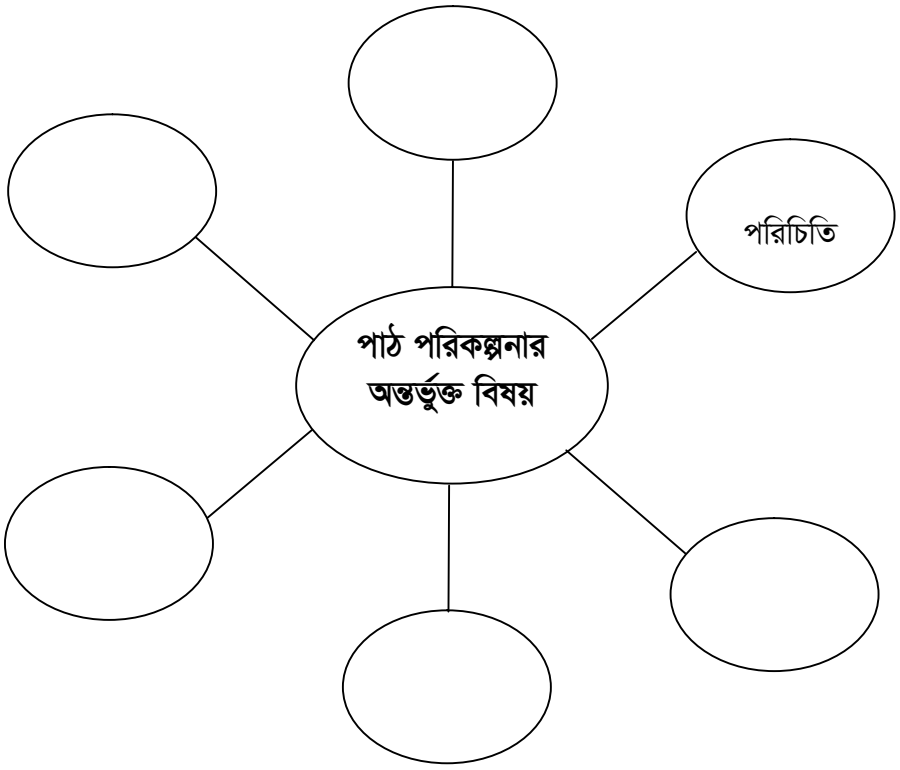

পর্ব-২: শিখনফল নির্বাচনের ভিত্তি ও লেখার নিয়ম

শিখন উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে শিখনফল নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষককে কতগুলি দিক বিবেচনায় রাখতে হয়। যেমন- চাহিদা, বিষয়ের প্রকৃতি, পাঠের প্রকৃতি, শ্রেণী কক্ষের বাস্তবতা, কার্য সম্পাদনের সুযোগ সুবিধা, উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ততা, অর্জন যোগ্যতা, সুস্পষ্টতা, সুনির্দিষ্টতা ইত্যাদি। অবশ্যই আচরণিক ভাষায় শিখনফল লিখতে হয় যা পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ যোগ্য।

(ক) প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, আসুন এখন আমরা ১০ম শ্রেণীর একটি বাংলা ক্লাশের জন্য নির্বাচিত কবিতাংশটুকু মনোযোগ দিয়ে পড়ি।

শহীদ স্মরণে

— মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

কবিতায় আর কি লিখব?
যখন বুকের রক্তে লিখেছি
একটি নাম
বাংলাদেশ।

গানে আর ভিন্ন কি সুরের ব্যঞ্জনা?
যখন হানাদারবধ সংগীতে
ঘৃণার প্রবল মন্ত্রে জাগ্রত
স্বদেশের তরুণ হাতে
নিত্য বেজেছে অবিরাম
মেশিনগান, মর্টার, গ্রেনেড।

কবিতায় কি লিখব?
যখন আসাদ
মনিরামপুরের প্রবল শ্যামল
হৃদয়ের তপ্ত রুধিরে করেছে রঞ্জিত
সারা বাংলায় আজ উড্ডীন
সেই রক্তাক্ত পতাকা।
আসাদের মৃত্যুতে আমি
অশ্রুহীন; অশোক; কেননা
নয়ন কেবল বজ্রবর্ষী; কেননা
আমার বৃদ্ধ পিতার শরীরে
এখন পশুদের প্রহারের
চিহ্ন; কেননা আমার বৃদ্ধা মাতার
কণ্ঠে নেই আর্ত হাহাকার, নেই
অভিসম্পাত - কেবল
দুর্মর ঘৃণার আগুন; কোন
সান্ত্বনাবাক্য নয়, নয় কোন
বিমর্ষ বিলাপ; তাঁকে বলি নি
তোমার ছেলে আসল ফিরে
হাজার ছেলে হয়ে
আর কেঁদো না মা'; কেননা
মা তো কাঁদে না;
মার চোখে নেই অশ্রু, কেবল
অনলজ্বালা দু'চোখে তাঁর
শত্রুহননের আহ্বান।

এবার ফাঁকা স্থানে বক্তব্য বসিয়ে বিবৃতিগুলো পূর্ণ করুন।

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা :

১. ..... উল্লেখ করতে পারবে।
২. ..... আবৃত্তি করতে পারবে।
৩. ..... শব্দের অর্থ বলতে পারবে।
৪. ..... ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫. ..... বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৬. ..... বর্ণনা দিতে পারবে।
৭. ..... শনাক্ত/চিহ্নিত করতে পারবে।

শিখনফল লেখার নিয়ম

নিচে শিখনফল লেখার একটি নিয়ম দেয়া আছে। আসুন, আমরা পরবর্তী ফাঁকা স্থানে অন্য শিখনফল গুলো অনুরূপভাবে লিখি।

বিষয়বস্তু অংশ	ক্রিয়ামূলক অংশ
১. কবি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের পরিচিতি	উল্লেখ করতে পারবে।
২. ————————————————	----------
৩. ————————————————	----------
৪. ————————————————	----------
৫. ————————————————	----------
৬. ————————————————	----------
৭. ————————————————	----------

পর্ব-৩: শিখন কার্যাবলী নিরূপণ ও বিন্যাস

একটি নির্দিষ্ট শিখন অর্জনের জন্য শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা যে সকল কাজ করে তাকে তার সমষ্টিই হচ্ছে শিখন কার্যাবলী। অংশ গ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পাঠদানের একটি উপধাপে সাধারণত তিনটি প্রধান কাজ থাকে যেমন-

Teach - শিক্ষকের বর্ণনা ও নির্দেশনা
Work- শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে কাজ এবং
Review - শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সমন্বিত ফলাবর্তন।

তবে যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করতে গিয়ে শিক্ষককে অবশ্যই পাঠদানের উদ্দেশ্য, শ্রেণীর আকারসহ নানা দিক বিবেচনায় রাখতে হবে।

(ক) আসুন আমরা নিচের অংশটুকু পড়ে প্রয়োজনীয় অংশ ফাঁকা ঘরে বসাই

শিক্ষক কবি ও কবি প্রতীভা সম্পর্কে দু'একটি বাক্য বলে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যবইয়ের কবি পরিচিতিমূলক অংশ পড়ে খাতায়/পোস্টার পেপারে তথ্যছক (Mind Map) তৈরি করতে বললেন।

শিক্ষার্থীরা দলে/জোড়ায়/এককভাবে নির্দেশিত অংশ পড়ে তথ্য ছক তৈরি করলো।

শিক্ষার্থীরা লিখিত তথ্য শ্রেণীতে উপস্থাপন করলো। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপিত তথ্য শিক্ষক প্রয়োজনে সংশোধিত আকারে পুনরায় উপস্থাপন করলেন।

Teach	Work	Review

(খ) পাঠদান পরিকল্পনায় শিক্ষককে যে দিকগুলো বিবেচনায় রাখতে হয়- আসুন আমরা তার একটি তালিকা তৈরি করি-

১. শ্রেণীর আকৃতি

২. .....

৩. .....

৪. .....

৫. .....

৬. .....

৭. .....

ইউনিট-৩ **অধিবেশন-১৪**

মূল শিখনীয় বিষয়

শিখনফল ও শিখন কার্যাবলি

শিখনফল

কোন একটি পাঠ শেষে শিক্ষার্থীদের আচরণের কী পরিবর্তন হবে অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা কী জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে – যে সম্পর্কে পূর্ব নির্ধারিত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিবৃতি বা বাক্য হল শিখনফল। শিখনফলে শিক্ষার্থীর আচরণের পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য পরিবর্তনের সুস্পষ্টতা থাকে। শিখনফলের অনুসরণেই নির্বাচন করা হয় শিখন কার্যাবলির।

শিখনফল নির্বাচনের পূর্ববর্তী বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য আবার নির্বাচিত হয় লক্ষ্যের আলোকে। সেদিক থেকে এই ধারাবাহিকতাকে নিম্নরূপে দেখানো যেতে পারে।

লক্ষ্য → সাধারণ উদ্দেশ্য → বিশেষ উদ্দেশ্য → আচরণিক উদ্দেশ্য → শিখনফল → শিখনযোগ্যতা।

উপরের ধারাক্রমে তিন প্রকার উদ্দেশ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা যায়, একটি লক্ষ্যকে ভেঙে অনেকগুলো সাধারণ উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। সাধারণ উদ্দেশ্যকে বিভাজন করে বিশেষ উদ্দেশ্য বের করা যায়। আর বিশেষ উদ্দেশ্যের ক্রিয়ামূলক অংশে Action Verb ব্যবহার করে আচরণিক উদ্দেশ্যে রূপান্তর করা যায়। অন্যদিকে এই আচরণিক উদ্দেশ্যেরই বিভিন্ন নামান্তর হচ্ছে শিখনফল ও শিখন যোগ্যতা। আচরণ পরিবর্তনের পূর্বশর্ত হচ্ছে শিখন। শিখন না হলে আচরণের পরিবর্তন হতে পারে না। শ্রেণীর কার্যক্রম পরিচালিত হয় শিখনের উদ্দেশ্যে। আর তাই পাঠের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আচরণিক উদ্দেশ্য না বলে শিখনফল বলাটা বেশি যুক্তিসিদ্ধ।

শিখনফল নির্বাচনের ভিত্তি : শিখনফল নির্বাচনের মূলভিত্তি হচ্ছে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কারণ প্রতিটি পাঠের মধ্য দিয়ে প্রকৃত অর্থে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাক্রমের পূর্ব-নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অংশবিশেষ অর্জন করে। তাই যে-কোন পাঠের শিখনফল নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষককে নিম্নবর্ণিত দিকগুলো বিবেচনায় রাখতে হবে।

- শিক্ষার্থীর চাহিদা ও সামর্থ্য
- সমাজের চাহিদা বা প্রত্যাশা
- পাঠ্যবিষয়ের প্রকৃতি
- সংশ্লিষ্ট পাঠের প্রকৃতি
- পরবর্তী শিখনের জন্য আবশ্যকতা
- শ্রেণীকক্ষের বাস্তবতা
- শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃতি
- কার্য-সম্পাদনের সুযোগ-সুবিধা

- উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ততা
- অর্জন যোগ্যতা
- সুস্পষ্টতা ও সুনির্দিষ্টতা

অর্থাৎ উপযুক্ততা, নির্ভরযোগ্যতা ও ব্যবহার যোগ্যতার ভিত্তিতেই যে-কোন পাঠের শিখনফল নির্বাচন করা দরকার।

শিখনফল লেখার নিয়মঃ 'শিখন' শব্দটিই শিক্ষার্থীর সাথে সম্পর্কিত। অতএব শিখনফল লিখতে হবে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা তাদের পারদর্শিতা প্রদর্শনের জন্য কী কাজ সম্পাদন করতে পারবে – তার সুস্পষ্ট প্রকাশ থাকবে শিখনফলের মধ্যে। শিখনফলকে বিশ্লেষণ করলে এর তিনটি অংশ বা উপাদান পাওয়া যায়–

আচরণঃ শিখন শেষে শিক্ষার্থী তার যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য কী করতে পারবে – শিখনফলে তার সুস্পষ্টতা থাকবে। এই জন্য শিখনফলের ক্রিয়াপদটি হয়ে থাকে পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপযোগ্য (Action Verb)

- **শর্তঃ** যে সব শর্তের প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর ঐ পূর্বনির্ধারিত আচরণের পরিবর্তন ঘটবে তা-ও শিখনফলে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- **মানদন্ডঃ** শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার একটি ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য মাত্রাও শিখনফলের মধ্যে সন্নিবেশিত থাকা উচিত।

তবে সাধারণত শিখনফলের বাক্য/বিবৃতিতে দু'টি অংশ থাকে। একটি বিষয়বস্তু অংশ অন্যটি ক্রিয়ামূলক অংশ। বিষয়বস্তুমূলক অংশটি হয় সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট এবং এটি শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির যে কোন একটি দিকভিত্তিক হয়ে থাকে। অন্যদিকে ক্রিয়ামূলক অংশটি হয় পর্যবেক্ষণ যোগ্য ও পরিমাপযোগ্য। এজন্য ক্রিয়ামূলক অংশে নিম্নবর্ণিত ক্রিয়াপদসমূহ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা করা, শনাক্ত করা, বিন্যাস করা, পৃথক করা, অংকন করা, লিখতে পারা, বলতে পারা, চিহ্নিত করা, বিশ্লেষণ করা, তুলনা করা, মিল করা, প্রয়োগ করা, আবৃত্তি করা, দেখাতে পারা, সাজাতে পারা প্রভৃতি।

শিখনফল :

বিষয়বস্তু অংশ	ক্রিয়ামূলক অংশ
১. কবি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের পরিচিতি	উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন কার্যাবলি: শিখনফলের আলোকেই লিখতে হয় শিখন কার্যাবলি। শিখনফল মূলত সংক্ষিপ্ত পরিসরের উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্য অর্জনের উপযুক্ত কর্ম-প্রচেষ্টাই হচ্ছে শিখন কার্যাবলি।

একটি শিখনফল অর্জনের উদ্দেশ্যে যেমন– একাধিক কার্যাবলি নির্বাচিত হতে পারে তেমনি একাধিক শিখনফলের জন্যও একটি শিখন কাজ নির্বাচিত হতে পারে।

শিখন কার্যাবলির সাথে পাঠদান পদ্ধতিরও যোগসূত্র রয়েছে। শিখন কার্যাবলির সামষ্টিক রূপায়নকে পাঠদান পদ্ধতি বললেও অত্যুক্তি হবে না। যাই হোক, শিখনফলের বিবেচনায় একটি পুরো পাঠকে কতকগুলো খন্ডে বিভক্ত করা হয়। আর প্রতিটি খন্ডে সাধারণ কিছু কাজ করা হয়ে থাকে। যেমন– Catch → Teach → Work → Reviw এগুলোকে পাঠের একটি উপধাপের বিভিন্ন অংশও বলা যায়। পুরো পাঠে Catch শুরুতে একবার এলেও Teach, Work, Reviw প্রতিটি উপধাপেই পর্যায়ক্রমে এসে থাকে। যেমন– উপধাপ : কবি পরিচিতি:

Catch → কবির ছবি দেখানো। (শিক্ষক)
Teach → প্রাসঙ্গিক দু'একটি বাক্য বলা। (শিক্ষক)
Work →কবি পরিচিত অংশ পড়ে তথ্যছক তৈরি করতে বলা। (শিক্ষার্থী)
Review→ শিক্ষার্থীদেরকে তথ্য উল্লেখ করতে বলা ও নিজে OHP-তে দেখিয়ে দেওয়া। (শিক্ষার্থী + শিক্ষক)

একটি নির্দিষ্ট পাঠের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শিখন কার্যাবলি নিরূপণের সময় শিক্ষককে নিম্নবর্ণিত দিকগুলো বিবেচনায় রাখতে হয় –

- শ্রেণীর আকৃতি
- শ্রেণীর ভৌত সুযোগ সুবিধা
- শ্রেণীর শিক্ষার্থী সংখ্যা
- ব্যবহৃতব্য পদ্ধতি ও কলাকৌশল
- ব্যবহৃতব্য উপকরণ
- শিক্ষার্থীর চাহিদা বা প্রত্যাশা
- পাঠ্যবিষয় ও বিষয়বস্তুর প্রকৃতি
- কার্যসম্পাদনের সুযোগ সুবিধা
- পাঠের উদ্দেশ্য।

মূল্যায়নঃ

১. শিখনফল কী? শিখনফল নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রাখতে হবে এবং কেন?

২. কোন বিষয়বস্তু পাঠদানের পূর্বে শিখনফল নির্বাচন এত গুরুত্বপূর্ণ কেন- যুক্তিসহ বর্ণনা করুন।

৩. ছুটি গল্প অথবা বঙ্গবাণী কবিতার শিখনফল লিখুল এবং এর যৌক্তিতা তুলে ধরুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-১

ক) আবশ্যকতা :

- কী করতে হবে-তা বলে দেয়।
- কীভাবে করতে হবে তাও চিনিয়ে দেয়।
- পাঠের পর্যায় নির্দিষ্ট থাকে।
- ভবিষ্যত প্রস্তুতি দৃঢ় করে।
- আত্মবিশ্বাস বাড়ায়।
- ইতিবাচক পেশাগত মনোভাব সৃষ্টি করে।
- সময়ের সঠিক ব্যবহার হয়।
- শ্রেণীর সমস্যা সমাধানে পথ দেখায়।

খ) অন্তর্ভুক্ত বিষয় :

- পরিচিতি
- উদ্দেশ্য
- শিখনফল
- শিখন কার্যাবলি
- শিখন পদ্ধতি
- উপকরণ
- সময় বিভাজন

পর্ব-২

ক+খ

- কবি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের পরিচিতি উল্লেখ করতে পারবে।
- কবিতার নির্বাচিত অংশ আদর্শরূপে আবৃত্তি করতে পারবে।
- হানাদার, অভিসম্পাত, ব্যঞ্জনা, বিমর্ষ, দুর্মর, রঞ্জিত প্রভৃতি শব্দের অর্থ বলতে পারবে।
- 'কবিতায় আর কী লিখব' – কবির এই দ্বিধান্বিত প্রশ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- গানে আর ভিন্ন কোন সুরের ব্যঞ্জনা নেই কেন – তা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- কবিতায় কবি তার ছোট ভাই আসাদ, মা এবং বাবা সম্পর্কিত যে-সব উপলব্ধির কথা বলেছেন- তা বর্ণনা করতে পারবে।

পর্ব-৩

(ক)

Teach :	শিক্ষক কবি ও কবি প্রতীভা সম্পর্কে দু'একটি বাক্য বলে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যবইয়ের কবি পরিচিতিমূলক অংশ পড়ে খাতায়/পোস্টার পেপারে তথ্যছক (Mind Map) তৈরি করতে বললেন।
Work :	শিক্ষার্থীরা দলে/জোড়ায়/এককভাবে নির্দেশিত অংশ পড়ে তথ্যছক তৈরি করলো।
Review :	শিক্ষার্থীরা লিখিত তথ্য শ্রেণীতে উপস্থাপন করলো। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপিত তথ্য শিক্ষক প্রয়োজনে সংশোধিত আকারে পুনরায় উপস্থাপন করলেন।

(খ)

- শ্রেণীর আকৃতি
- শ্রেণীর ভৌত সুযোগ সুবিধা
- শ্রেণীর শিক্ষার্থী সংখ্যা
- ব্যবহৃতব্য পদ্ধতি ও কলাকৌশল
- ব্যবহৃতব্য উপকরণ
- শিক্ষার্থীর চাহিদা বা প্রত্যাশা
- পাঠ্যবিষয় ও বিষয়বস্তুর প্রকৃতি
- কার্যসম্পাদনের সুযোগ সুবিধা
- পাঠের উদ্দেশ্য।

ইউনিট-৩ **অধিবেশন-১৫**

বাংলা পাঠ-পরিকল্পনা : পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার

পাঠ্যপুস্তক বহুল ব্যবহৃত এবং সুপরিচিত শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী। উন্নত কিংবা উন্নয়নশীল সকল দেশেই এটি শিখনের প্রধান সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা উপকরণসহ শিখন সামগ্রীর যেখানে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই সেখানে পাঠ্যপুস্তকই একমাত্র ও প্রধান শিক্ষা উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। আমাদের দেশে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই সম্পূর্ণ রূপে পাঠ্যপুস্তক নির্ভর। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করে পাঠদান করেন। শিক্ষার্থীরা বাড়িতে পাঠ্যপুস্তক পড়ে জ্ঞান লাভ করে ও বাড়ির কাজ তৈরি করে। অভিভাবকগণ পাঠ্যপুস্তক দেখে ছেলে মেয়েদের সাহায্য করেন। শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার মূল্যায়ন করা হয় পাঠ্যপুস্তকের সহায়তায়। শিক্ষাক্রমের ফলপ্রসূ বাস্তবায়নে তাই পাঠ্যপুস্তকের ভূমিকা অপরিহার্য।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- পাঠ্যপুস্তকের স্বরূপ ও গুরুত্ব নির্ধারণ করতে পারবেন।
- পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের বিবেচ্য বিষয় সমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- পাঠদান পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ শনাক্ত করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-১: পাঠ্যপুস্তকের স্বরূপ ও গুরুত্ব

শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে সাধারণ এবং বহুল ব্যবহৃত মাধ্যম হল পাঠ্যপুস্তক। নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে পাঠ্যপুস্তক লেখা হয়। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরিকল্পনা ও বিন্যাসের ব্যাপারে বিশেষ নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। শব্দ চয়ন, বাক্য কাঠামো ও সন্নিবেশের ব্যাপারেও বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। পাঠ্যপুস্তকের আঙ্গিক গঠন ও অন্যান্য পুস্তক থেকে ভিন্নতর হয়। তাই সব মিলিয়ে পাঠ্যপুস্তক অন্যান্য বই থেকে সহজেই পার্থক্য করা যায়।

বন্ধুরা, আসুন আমরা নিচের সমস্যাটির সমাধান করি-

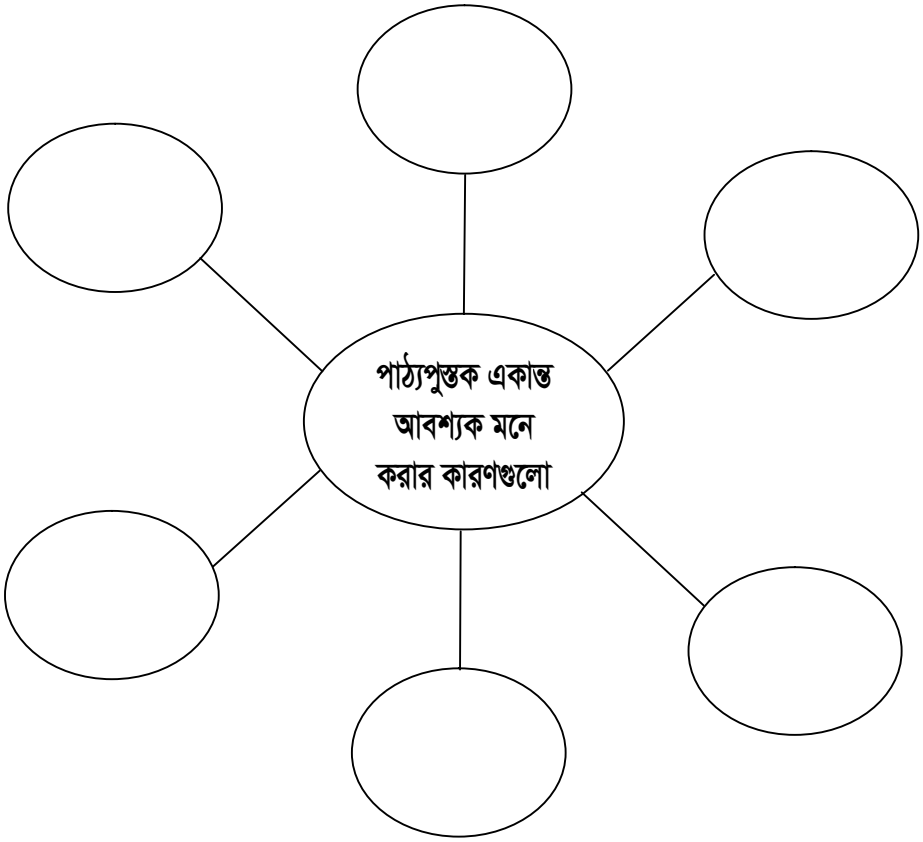

পর্ব-২: পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারে বিবেচ্য বিষয়

পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন ও শ্রেণীকক্ষে এর বাস্তবায়ন উভয়ক্ষেত্রেই পাঠ্যপুস্তকের উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরী। এক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকটি আদ্যোপান্ত পড়ে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে হবে এবং বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে পাঠপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। পাঠের শিখনফল নির্ভর করে বিষয়বস্তুর উপর। অতএব সুষ্ঠু পাঠদানের জন্য মনোযোগ সহকারে তা আত্মস্থ করে পদ্ধতি, কৌশল, ধাপ-উপধাপ, উপকরণ প্রভৃতি নির্বাচন করতে হবে।

প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, নিচে পাঠপরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার সংশ্লিষ্ট একটি বিবৃতি উদাহরণ স্বরূপ দেয়া আছে, আসুন, আমরা অন্যান্য ঘরগুলো পুরণ করি-

১. নির্বাচিত বিষয়বস্তু আদ্যোপান্ত পড়া
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.

শ্রেণী পাঠদানে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার

বন্ধুরা, নিচের বাংলা গদ্য ও কবিতা পাঠ্যদানের একটি সাধারণ পর্যায়ক্রম উল্লিখিত আছে। প্রতিটি পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার বিষয়ক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর করণীয়সমূহ উল্লেখ করুন।

পাঠদানের পর্যায়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ
১. লেখক/কবি পরিচিতি ২. আদর্শ পাঠ ৩. সরব পাঠ ও উচ্চারণ ৪. শব্দার্থ ৫. সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ৬. কাজ প্রদান ৭. কাজ সম্পাদন ৮. শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন ৯. শিক্ষকের উস্থাপন		

পর্ব-৩: পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা

শিখন শেখানো কার্যক্রমে বহুল ব্যবহৃত ও পরিচিত সামগ্রী হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। একটি মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক মান সম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারে। শিক্ষা পরিকল্পনার নবতর ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন থাকতে হবে পাঠ্যপুস্তকে। এর ব্যাত্যায় ঘটলে শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্ষতির আশংকা থেকে যায়। পাঠ্যপুস্তক থেকে শিক্ষার্থীরা যেমন বিষয়বস্তু থেকে যাবতীয় তথ্য পাচ্ছে, অর্জন করছে প্রচুর জ্ঞান তেমনি আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগের মতো মান সম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক আমাদের শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে কিনা তা ভেবে দেখতে হবে।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, আসুন আমরা পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের সুবিধা অসুবিধাগুলো নিচের ছকে লিখে ফেলি।

পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা

ইউনিট-৩ **অধিবেশন-১৫**

মূল শিখনীয় বিষয়

পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার

পাঠ্যপুস্তকের স্বরূপ ও গুরুত্ব : শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার সবচেয়ে পরিচিত এবং বহুল ব্যবহৃত একটি সহায়ক সামগ্রী হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহের শ্রেণীকক্ষে যেখানে অন্যান্য শিখন-সামগ্রীর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই, পাঠ সহায়ক উপকরণেরও যথেষ্ঠ অভাব রয়েছে- সেখানে পাঠ্যপুস্তকই একমাত্র ও প্রধান শিক্ষা উপকরণ হিসেবে বিবেচিত।

পাঠ্যপুস্তক লেখা হয় একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে। শিক্ষার পূর্বনির্ধারিত বিষয়ভিত্তিক সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহকে সামনে রেখে নির্বাচন করা হয় অর্জিতব্য শিখনফল। শিখনফলের নিরিখে তালিকাভূক্ত করা হয় ভাববস্তুর। ভাববস্তুর আলোকে নির্ণীত হয় বিষয়বস্তু। আর বিষয়বস্তুর সামগ্রিক চিত্র হিসেবেই লেখা হয়ে থাকে পাঠ্যপুস্তক।

বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও যুক্তিসিদ্ধ বিন্যাসের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ধারণক্ষমতা ও শ্রেণী উপযোগিতা বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হয়।

যেহেতু শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির প্রতিফলন ঘটে পাঠ্যপুস্তকে, তাই পাঠ্যপুস্তক অবলম্বন করেই শিক্ষা প্রক্রিয়া চলে। এদিক থেকেও পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার : উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকই যেহেতু শ্রেণীপাঠদান প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী, তাই এর সফল ব্যবহারের উপরই এসকল দেশের শিক্ষার অগ্রগতি নির্ভর করে। পাঠ্যপুস্তকের সফল ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচ্য হতে পারে।

- শিক্ষককে পাঠ্যপুস্তক আদ্যোপান্ত পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা অনুসরণ করেই পাঠ ও পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা করতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের সহায়ক পুস্তক হচ্ছে শিক্ষক-নির্দেশিকা, প্রশ্ন-পুস্তিকা, বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা, ওয়ার্ক বুক, শিক্ষার্থী-নির্দেশিকা প্রভৃতি। তাই নির্বাচিত পাঠের বিষয়বস্তু পাঠ করার পাশাপাশি শিক্ষককে ঐ সকল পুস্তিকার সংশ্লিষ্ট অংশ অধ্যয়ন করে নিতে হবে।
- যদি পূর্বোল্লিখিত পুস্তিকা হাতের কাছে না থাকে তবে নিজের পরিকল্পনা মত পাঠের কার্যপ্রণালি সাজিয়ে নিতে হবে।
- পাঠের বিষয়বস্তু মনোযোগ দিয়ে পড়ে বিষয়বস্তুর অনুসারী উদ্দেশ্য, শিখনফল, উপকরণ, পদ্ধতি, কলাকৌশল, পাঠের ধাপ, উপ-ধাপ, ধাপভিত্তিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাজ ও কাজের ধারাবাহিকতা নির্বাচন করতে হবে।

- প্রশিক্ষণার্থীরা শ্রেণীতে পাঠ্যপুস্তকের কোন অংশ, কখন, কীভাবে ব্যবহার করে কাজ করবেন তা আগে থেকেই নির্বাচন করতে হবে।
- শিক্ষার্থীর জন্য এমনভাবে কাজ নির্বাচন করতে হবে যাতে পাঠ্যপুস্তকে উত্তর খুঁজতে গিয়ে তাকে চিন্তন ক্ষমতার অনুশীলন করতে হয়; অর্থাৎ সরাসরি উত্তর খুঁজে না পায়।
- শ্রেণীতে পাঠ্যপুস্তক মূলত শিক্ষার্থীর ব্যবহারের জন্য। তাই শিক্ষক এমনভাবে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন যাতে এর সফল ব্যবহার নিশ্চিত হয়।
- বাংলা গদ্য ও কবিতা পাঠদানের একটি সাধারণ পর্যায়ক্রম হচ্ছে- (১) লেখক/কবি পরিচিতি, (২) আদর্শপাঠ, (৩) সরব পাঠ ও উচ্চারণ সংশোধন, (৪) শব্দার্থ, (৫) বিষয়বস্তুভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা, (৬) বক্তৃতার আলোকে সমস্যা/কাজ প্রদান, (৭) শিক্ষার্থীদের কার্য-সম্পাদন, (৮) শিক্ষার্থীদের কাজ উপস্থাপন ও (৯) শিক্ষকের ফলাবর্তন। পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় উপরোক্ত পর্যায়সমূহে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কীভাবে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করবে তা অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে পূর্ব-নির্ধারিত হতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা :

সুবিধা	অসুবিধা
১. সকল শিক্ষার্থীর কাছেই পাঠ্যপুস্তক থাকে। তাই পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক কাজ সবাইকে একক নির্দেশনার মাধ্যমেই দেওয়া যায়।	১. অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতির উপযোগী করে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ রচনা করা হয়নি। তাই শ্রেণী পাঠদানে এর ব্যবহারে শিক্ষককে নিজের মত করে ভেবে নিতে হয়।
২. পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা শিক্ষকের জন্য একটি সহজসাধ্য কাজ।	২. পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য পাঠ্যপুস্তকে সুনির্বাচিত না থাকায় এর ব্যবহারে শিক্ষক অনেক সময় খেই হারিয়ে ফেলেন।
৩. উদ্দেশ্য নির্বাচনে শিক্ষককে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পড়ে নিলেই হয়। তাই তার জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা সহজসাধ্য হয়ে থাকে।	৩. শিক্ষকের পরিকল্পনায় দুর্বলতা থাকলে শিক্ষার্থীরা শিখনের ক্ষেত্রে কেবল পাঠ্যপুস্তক-মুখী হয়ে পড়ে। এতে শিখনের মাত্রা কমে যেতে পারে।
৪. শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যক তত্ত্ব ও তথ্য পাঠ্যপুস্তকেই পাওয়া যায়। তাই এটি শিক্ষার্থীর শিখনকে সহজসাধ্য করে দেয়।	৪. তত্ত্ব ও তথ্যের জন্য একমাত্র পাঠ্যপুস্তকই যথেষ্ঠ নয়। তাই শ্রেণীতে এর ব্যবহারে শিক্ষার্থীর অর্জন সীমিত হয়ে পড়ে।
৫. শিক্ষককে কী শেখাতে হবে এবং শিক্ষার্থীকেই বা কী শিখতে হবে এই দু'য়ের সামঞ্জস্য সাধন করে দেয় পাঠ্যপুস্তক। ফলে শিক্ষণ কাজ উভয়ের জন্যই সহজ নয়।	৫. শিক্ষার্থীরা শিখনের বিষয়বস্তু আগে থেকে জেনে যায় বিধায় শ্রেণী পাঠে তাদের আগ্রহ কমে যেতে পারে।

৬. কোন কারণে কোন শিক্ষার্থী ক্লাসে আসতে না পারলেও বাসায় নিজে নিজেই পাঠ্যপুস্তক পড়ে শেখার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারে। ৭. পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করেই শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার মূল্যায়ন করা সম্ভব।	৬. বাসায় নিজে নিজে শেখার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব বলে স্কুলে আসার ব্যাপারে শিক্ষার্থীর মধ্যে উদাসীনতা দেখা দিতে পারে। ৭. নিম্নমানের পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে।

মূল্যায়নঃ

১. তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে পাঠ্যপুস্তক এত গুরুত্বপূর্ণ কেন- ব্যাখ্যা করুন।

২. পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারে বিবেচ্য বিষয়সমূহের বিবরণ দিন এবং সুবিধাসমূহ শনাক্ত করুন।

৩. একটি পাঠ পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের করণীয় কাজের ধারাবাহিক বর্ণনা দিন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-১

একান্ত আবশ্যক মনে করার কারণ
১. বহুল ব্যবহৃত সামগ্রী। ২. সবচেয়ে পরিচিত সামগ্রী। ৩. বিষয়বস্তুর ধারাবাহিক বিন্যাস বিদ্যামান। ৪. পাঠের উদ্দেশ্য নির্বাচন সহজ হয়। ৫. বিষয়বস্তুর প্রকৃতি বিবেচনায় পাঠদান পদ্ধতি নির্বাচন করা যায়। ৬. অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতি প্রয়োগ করা সহজ হয়।

পর্ব-২

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার

বিবৃতি
১. নির্বাচিত বিষয়বস্তু আদ্যোপান্ত পড়া
২. বর্ণিত বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা অনুধাবন করা ও সেই অনুযায়ী ধাপ উপধাপ সাজানো।
৩. পাঠ্যপুস্তকের সহায়ক পুস্তিকার সংশ্লিষ্ট অংশ পাঠ করা
৪. বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী কার্যপ্রণালি নির্ধারণের চিন্তা করা
৫. নির্বাচিত বিষয়বস্তুর আলোকে উদ্দেশ্য নির্বাচন করা।
৬. বিষয়বস্তুভিত্তিক পাঠদানের পদ্ধতি ও কলাকৌশল নির্বাচন করা।
৭. শ্রেণীর কাজের জন্য এমন প্রশ্ন নির্বাচন করা- যার উত্তর পাঠ্যপুস্তকে সরাসরি নেই।

পর্ব-২

খ

পর্যায়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ
লেখক/কবি পরিচিতি	Mind Map তৈরি করতে বলা।	পড়ে মূলশব্দমূলক তথ্য নির্বাচন ও লিখন।
আদর্শ পাঠ	বই দেখে পাঠ/আবৃত্তি করা।	বই খুলে শিক্ষকের পাঠ অনুসরণ করা।
সরব পাঠ ও উচ্চারণ সংশোধন	কে, কোন শব্দের উচ্চারণ ভুল করছে বা কোথায় পাঠের আদর্শমান রক্ষিত হচ্ছে না-তা খেয়াল করা।	আদর্শমান বজায় রেখে নির্দেশিত অংশ পাঠ করা/মনোযোগ দিয়ে শোনা।
শব্দার্থ	পুরো অংশ এক নজর চোখ বুলিয়ে অর্থ-না জানা শব্দ উল্লেখ করতে বলা।	পুরো পাঠে এক নজর চোখ বুলিয়ে অর্থ-না-জানা শব্দ নির্বাচন করা।
সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা	বই বন্ধ রেখে পুরো পাঠের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বলা।	বই বন্ধ রেখে মনোযোগ দিয়ে শোনা।
কাজ প্রদান	পাঠের উদ্দেশ্যের আলোকে শিক্ষার্থীদের কাজ দেয়া/প্রশ্নের উত্তর লিখতে দেয়া।	শিক্ষার্থীরা নির্দেশ মোতাবেক মনোযোগ সহকারে কাজ করবে।
কাজ সম্পাদন	আলোচনায় কাজ সম্পাদন করছে কিনা শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন।	শিক্ষার্থীরা আলোচনার মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করবে।
শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন	দলনেতাকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।	দলনেতা কাজ উপস্থাপন করবে।
শিক্ষকের উপস্থাপন	পাঠমূল্যায়নে কোন যায়গায় সংযোজন বিয়োজনের প্রয়োজ হলে শিক্ষক তা মৌখিক ভাবে বলবেন।	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে তা জানার ও অনুকরণের চেষ্টা করবে।

পর্ব-৩

পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধাঃ

সুবিধা	অসুবিধা
১. সকল শিক্ষার্থীর কাছেই পাঠ্যপুস্তক থাকে। তাই পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক কাজ সবাইকে একক নির্দেশনার মাধ্যমেই দেওয়া যায়।	১. অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতির উপযোগী করে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ রচনা করা হয়নি। তাই শ্রেণী পাঠদানে এর ব্যবহার শিক্ষককে নিজের মত করে ভেবে নিতে হয়।
২. পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা শিক্ষকের জন্য একটি সহজসাধ্য কাজ।	২. পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য পাঠ্যপুস্তকে সুনির্বাচিত না থাকায় এর ব্যবহারে শিক্ষক অনেক সময় খেই হারিয়ে ফেলেন।
৩. উদ্দেশ্য নির্বাচনে শিক্ষককে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পড়ে নিলেই হয়। তাই তার জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা সহজসাধ্য হয়ে থাকে।	৩. শিক্ষকের পরিকল্পনায় দুর্বলতা থাকলে শিক্ষার্থীরা শিখনের ক্ষেত্রে কেবল পাঠ্যপুস্তক মুখী হয়ে পড়ে। এতে শিখনের মাত্রা কমে যেতে পারে।
৪. শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যক তত্ত্ব ও তথ্য পাঠ্যপুস্তকেই পাওয়া যায়। তাই এটি শিক্ষার্থীর শিখনকে সহজসাধ্য করে দেয়।	৪. তত্ত্ব ও তথ্যের জন্য একমাত্র পাঠ্যপুস্তকই যথেষ্ট নয়। তাই শ্রেণীতে এর ব্যবহারে শিক্ষার্থীর অর্জন সীমিত হয়ে পড়ে।
৫.শিক্ষককে কী শেখাতে হবে এবং শিক্ষার্থীকেই বা কী শিখতে হবে এই দু'য়ের সামঞ্জস্য সাধন করে দেয় পাঠ্যপুস্তক। ফলে শিক্ষণ কাজ উভয়ের জন্যই সহজ হয়।	৫. শিক্ষার্থীরা শিখনের বিষয়বস্তু আগে থেকে জেনে যায় বিধায় শ্রেণী পাঠে তাদের আগ্রহ কমে যেতে পারে।
৬. কোন কারণে কোন শিক্ষার্থী ক্লাসে আসতে না পারলেও বাসায় নিজে নিজেই পাঠ্যপুস্তক পড়ে শেখার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারে।	৬. বাসায় নিজে নিজে শেখার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব বলে স্কুলে আসার ব্যাপারে শিক্ষার্থীর মধ্যে উদাসীনতা দেখা দিতে পারে।
৭. পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করেই শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার মূল্যায়ন করা সম্ভব।	৭. নিম্নমানের পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে।

ইউনিট-৩ **অধিবেশন-১৬**

পাঠ ও পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা

সুষ্ঠুভাবে কোন কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষণ কার্যক্রমও এর ব্যতিক্রম নয়। শ্রেণীকক্ষে সুষ্ঠুভাবে পাঠদানের জন্য শিক্ষক যে প্রস্তুতি বা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এর বিজ্ঞান সম্মত লিখিত রূপকে পাঠপরিকল্পনা বলা হয়। একটি নির্দিষ্ট ছকে পাঠপরিকল্পনা তৈরি করতে হয়। পাঠটি কীভাবে পরিচালিত হবে, শিক্ষার্থীর কাজ, সময় বন্টন, উপকরণ ব্যবহারসহ সব কিছুই পাঠ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত থাকে।

শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কার্যক্রমটি অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। পরিকল্পনা ব্যতিরেকে পাঠদান লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। সুতরাং শ্রেণী পাঠনাকে ত্রুটিমুক্ত করতে এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। যথাযথ পাঠপরিকল্পনা শিক্ষকের পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বনের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে তোলে সুসম্পর্ক এবং পাঠকে করে তোলে আনন্দঘন ও বৈচিত্র্যময়। হার্বার্ট এর পঞ্চ সোপানের উপর ভিত্তি করে পাঠপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। সোপানগুলো নিম্নরূপ।

১. প্রস্তুতি (Preparation)
২. উপস্থাপন (Presentation)
৩. তুলনাকরণ (Comparison)
৪. সূত্র গঠন (Generalisation)
৫. প্রয়োগ (Application)

বর্তমানে হার্বার্টের সোপানকে সংক্ষিপ্ত করে তিনটি সোপানে পরিবর্তিত করে পাঠ-পরিকল্পনা রচনা করা হয়। সোপান তিনটি হলো:

১. প্রস্তুতি (Preparation)
২. উপস্থাপন (Presentation)
৩. প্রয়োগ (Application)

মূল তিনটি সোপান বা ধাপকে আবার নানা উপধাপে বিভক্ত করা হয়। অতএব, পাঠপরিকল্পনা তৈরির কাজটি সময় ও শ্রম সাপেক্ষ।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- পাঠ পরিকল্পনার কাঠামোতে অর্ন্তভুক্ত বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- পাঠ পরিকল্পনার প্রতিটি ধাপ ও উপধাপের ব্যবস্থাপনায় শিক্ষকের করণীয়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বার্ষিক পরিকল্পনা ও ইউনিট পরিকল্পনার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-১: পাঠ পরিকল্পনার কাঠামো

বাংলা পাঠদানের জন্য রয়েছে বৈচিত্র্যময় বিষয়বস্তু। যেমন- গদ্য, কবিতা , রচনা, সারাংশ, সারমর্ম, ভাবসম্প্রসারণ, অনুবাদ, পত্ররচনাসহ ব্যাকরণের অন্যান্য বিষয়। বিভিন্ন আঙ্গিকের বিষয়বস্তুকে একই কাঠামোর মধ্যে বিন্যস্ত করা যায় না। পাঠ পরিকল্পনায় বিভিন্ন পর্যায়, ধাপ ও উপধাপসমূহকে সুবিন্যাস্তভাবে অর্ন্তভুক্ত করার জন্য একটি সুসংহত কাঠামো অত্যাবশ্যক । বিষয়বস্তু ভেদে এই কাঠামো তাই বিভিন্ন রকম হয়।

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, নিচে পাঠ পরিকল্পনার দু'টি কাঠামো সন্নিবেশিত হয়েছে। কাঠামো দু'টি পর্যালোচনা করে এদের সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র্য (ধাপ-উপধাপভিত্তিক) খাতায় লিখুন।

কাঠামো-১ : বাংলা সাহিত্য (গদ্য/কবিতা)

১	বিদ্যালয় : শিক্ষক : রোল :		শ্রেণী : পাঠ : তারিখ :
২	শিখন ফল	এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা– ১. ———————————————— পারবে। ২. ———————————————— পারবে।	
	সোপান	**কার্যপ্রণালি (শিক্ষক নিয়ন্ত্রিত)**	**উপকরণ**
৩	প্রস্তুতি	১. পাঠ ঘোষণা :	
৪	উপস্থাপন	২. কবি/লেখক পরিচিতি :	
		৩. আদর্শ পাঠ :	
		৪. সরব পাঠ :	
		৫. শব্দার্থ :	
		৬. পাঠ বিশ্লেষণ :	
৫	মূল্যায়ন	৭. শ্রেণীর কাজ :	
		৮. বাড়ির কাজ :	

কাঠামো-২: ব্যাকরণ

১	বিদ্যালয় : শিক্ষক : রোল :		শ্রেণী : বিষয় : পাঠ : তারিখ : সময় :
২	শিখন ফল	১. ———————————————————— পারবে। ২. ———————————————————— পারবে। ৩. ———————————————————— পারবে।	
	সোপান	**কার্যপ্রণালি (শিক্ষক নিয়ন্ত্রিত)**	**উপকরণ**
৩	প্রস্তুতি	১. মনোযোগ আকর্ষণ ও পাঠ ঘোষণা :	
৪	উপস্থাপন	শীর্ষক : ———————————— ১৫মি. ● উদাহরণ উপস্থাপন : ● উদাহরণ বিশ্লেষণ : ● সূত্র গঠন : ● সূত্র প্রয়োগ : ● ফলাবর্তন :	
৫	মূল্যায়ন	শ্রেণীর কাজ :	
		বাড়ির কাজ :	

সাদৃশ্য	স্বাতন্ত্র্য

পর্ব-২: ধাপ ও উপধাপ ব্যবস্থাপনা

বাংলা পাঠদানের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় বিষয়বস্তুর সমাবেশের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। যে কোন বিষয়বস্তু পাঠদানের জন্য এমনকি অন্যান্য বিষয় পাঠদানের জন্য এমনকি অন্যান্য বিষয় পাঠদানের জন পাঠপরিকল্পনার তিনটি ধাপ বা সোপানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যথা প্রস্তুতি, উপস্থাপন ও মূল্যায়ন। মূল এই তিনটি ধাপ বা সোপানের বিভিন্ন উপধাপ থাকতে পারে। বাংলা গদ্য বা কবিতায় এবং ব্যাকরণে ভিন্ন ভিন্ন উপধাপ লক্ষ্যণীয়।

প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, নিচে ধাপ-উপ-ধাপের ডান পাশে শিক্ষকের কাজগুলো এলোমেলো ভাবে সাজানো রয়েছে আসুন আমরা একে ধারাবাহিক ভাবে সজ্জিত করি।

কাঠামো-১ (গদ্য/কবিতা)

ধাপ-উপধাপ			শিক্ষকের কাজ
প্রস্তুতি	মানসিক প্রস্তুতি- পাঠ ঘোষণা-		১. নির্বাচিত অংশ সুন্দর করে আবৃত্তি করা। ২. পড়ে অর্থ-না-জানা শব্দ উল্লেখ করতে বলা ও বোর্ডে লিখা। পরে যে ঐ শব্দের অর্থ পারে তাকে বলতে দেওয়া ও বোর্ডে লিখে দেওয়া।
উপস্থাপন	লেখক/কবি পরিচিতি – আদর্শ পাঠ – সরব পাঠ – শব্দার্থ – সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা– কাজ প্রদান – ফলাবর্তন –		৩. পুরো পাঠের বিষয়বস্তুর আলোকে ৩/৪ মিনিট বক্তৃতা দেওয়া। ৪. এমন কিছু করা যার ফলে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ পাঠের দিকে আকৃষ্ট হয়। ৫. নির্বাচিত শিক্ষার্থীদেরকে দিয়ে পুরো পাঠ একবার পড়ানো। ৬. পাঠের উদ্দেশ্যের আলোকে কাজ দেওয়া/প্রশ্নের উত্তর লিখতে দেওয়া। ৭. আজ কী পড়বো তা মৌখিকভাবে বলা ও বোর্ডে শিরোনাম লিখা। ৮. কবি পরিচিতি অংশ পড়তে বলা ও তথ্য উল্লেখ করতে বলা। ৯. প্রতিটি কাজের/প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষার্থীরা কী লিখেছে তা শোনা ও পরে নিজেও বলা।
মূল্যায়ন	শ্রেণীর কাজ বাড়ির কাজ		১০. প্রয়োগমূলক কোন সমস্যা সমাধান করে আনতে বলা। ১১. অর্জন যাচাইয়ের জন্য মুখে মুখে প্রশ্ন করা।

পর্ব-৩: **বার্ষিক পরিকল্পনা ও ইউনিট পরিকল্পনা**

সে কোন প্রতিষ্ঠানের বছর ব্যাপী কর্মকান্ডের একটি সুষ্ঠু কর্মপরিকল্পনা থাকা উচিত নির্দিষ্ট কাজটি সম্পন্ন করার জন্য বার্ষিক পরিকল্পনার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রও এর ব্যতিক্রম নয়। পাঠ্যসূচির অর্ন্তভুক্ত বিষয়বস্তু সারা বছর মোট কর্ম দিবসের বিবেচনায় পঠিতব্য সকল পাঠকে সাময়িক পরীক্ষা, মাস ও দিন ভিত্তিক পাঠদানের পূর্ব পরিকল্পনাই বার্ষিক পাঠ

পরিকল্পনা অন্যদিকে পাঠ্যপুস্তকের পুরো বিষয়বস্তুকে সাধারণত কতগুলো ইউনিটে বা এককে বা অধ্যায়ে ভাগ করা থাকে। একটি অধ্যায় পড়ানোর জন্য আবার বেশ কয়েকটি ক্লাশের দরকার হয। ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত সকল দিক নিয়ে একত্রে একটি পরিকল্পনা প্রণীত হলে তাকে ইউনিট পরিকল্পনা বলে।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, নিচে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা ও ইউনিট পরিকল্পনার দু'টি কাঠামো দেওয়া আছে। কাঠামো দু'টির স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করি।

কাঠামো-১ : বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা-২০০৮

.....শ্রেণী : বাংলা ব্যাকরণ

মাসের নাম ও মোট কার্যদিবস	এই বিষয়/পত্রের জন্য নির্ধারিত কার্যদিবস	সাধারণ পাঠ	বিশেষ পাঠ	মন্তব্য
জানুয়ারি – ২৪	১২	১. সন্ধি ২. কারক	১. স্বরসন্ধি ২. ব্যঞ্জন সন্ধি ৩. বিসর্গ সন্ধি ৪. সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ ৫. কর্তৃ ও কর্মকারক ৬. করণ, সম্প্রদান ও অপাদান কারক	

কাঠামো-২ : ইউনিট/একক পাঠ পরিকল্পনা

ইউনিট-৮ : সন্ধি ———————— শ্রেণী পাঠ সংখ্যা-৩

তারিখ	বিশেষ পাঠ	শিখনফল	পাঠের শীর্ষ	উপকরণ	পদ্ধতি
৫/০১/০৮	১. স্বরসন্ধি	১. সংজ্ঞা নির্ধারণ ২. তিনটি নিয়ম ৩. নিয়মগুলো প্রয়োগ	ক. সংজ্ঞা খ. অ/আ+অ/আ = আ গ. ই/ঈ+ই/ঈ = ঈ	●উদাহরণ চার্ট ●সংজ্ঞা চার্ট ●চকবোর্ড	● ব্রেইন স্টর্মিং
৮/০১/০৮	২. ব্যঞ্জন সন্ধি	১. সংজ্ঞা নির্ধারণ ২. ৫টি নিয়ম ৩. নিয়মের প্রয়োগ	ক. সংজ্ঞা খ. নিয়ম গ. প্রয়োগ	●পোস্টার পেপার ●কর্মপত্র-১, ২ ●চকবোর্ড	● মাইন্ড ম্যাপিং

কাঠামো দু'টির স্বাতন্ত্র্য

বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা	ইউনিট পরিকল্পনা

ইউনিট-৩ **অধিবেশন-১৬**

মূল শিখনীয় বিষয়

পাঠ ও পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা

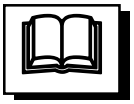

ক. **পাঠ পরিকল্পনা :** বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে একটি নির্দিষ্ট পাঠ কীভাবে পরিচালিত হবে, পাঠের কোন অংশে কত সময় ব্যয়িত হবে, অংশভিত্তিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাজ কী হবে, প্রতিটি অংশে কী কী উপকরণ ব্যবহৃত হবে, সর্বোপরি কোন কোন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পাঠটি পরিচালিত হবে, উদ্দেশ্য অর্জিত হলো কি-না তা-ই বা কীভাবে মূল্যায়িত হবে– এ জাতীয় সকল প্রশ্নের সদুত্তরমূলক কাঠামোবদ্ধ পরিকল্পনার লিখিত রূপায়নই হচ্ছে পাঠ পরিকল্পনা।
এন.এ বর্সিং বলেছেন– শ্রেণীকক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন করণীয় বিষয়ের বিবরণই হল পাঠ পরিকল্পনা।

খ. **পাঠ পরিকল্পনার কাঠামো:** পাঠ পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়, ধাপ ও উপধাপসমূহকে সুবিন্যস্তভাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি সুসংহত কাঠামো আবশ্যক। এই কাঠামো বিষয়বস্তুভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন–

কাঠামো-১ : সাহিত্য (গদ্য ও কবিতা)

১	বিদ্যালয় : শ্রেণী : ১০ম, বিষয় : বাংলা কবিতা শিক্ষক : পাঠ : শহীদ স্মরণে (১ম তিন স্তবক) রোল : তারিখ : সময় :		
২	শিখন ফল	এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা– ১. ———————————————— পারবে। ২. ———————————————— পারবে। ৩. ———————————————— পারবে।	
	সোপান	**কার্যপ্রণালি (শিক্ষক নিয়ন্ত্রিত)**	**উপকরণ**
৩	**প্রস্তুতি**	পাঠ ঘোষণা :	
৪	**উপস্থাপন**	কবি পরিচিতি :	
		আদর্শ পাঠ :	
		সরব পাঠ :	
		শব্দার্থ :	
		পাঠ বিশ্লেষণ :	
৫	**মূল্যায়ন**	শ্রেণীর কাজ :	
		বাড়ির কাজ :	

কাঠামো-২ : ব্যাকরণ

১	বিদ্যালয় : শিক্ষক : রোল :	শ্রেণী : পাঠ : তারিখ :	বিষয় : সময় :
২	উদ্দেশ্য	এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা – ১. ———————————————— পারবে। ২. ———————————————— পারবে। ৩. ————————————————————— পারবে।	
	সোপান	**কার্যপ্রণালি (শিক্ষক নিয়ন্ত্রিত)**	**উপকরণ**
৩	**প্রস্তুতি**	১. মনোযোগ আকর্ষণ ও পাঠ ঘোষণা : ———— ৫মি.	
৪	উপস্থাপন	শীর্ষ-ক : ———————— ১০মি. ● উদাহরণ উপস্থাপন : ● উদাহরণ বিশ্লেষণ : ● সূত্র গঠন : ● সূত্র প্রয়োগ : ● ফলাবর্তন : শীর্ষ-খ : ———————————— ১০মি. ● উদাহরণ উপস্থাপন : ● উদাহরণ বিশ্লেষণ : ● সূত্র গঠন : ● সূত্র প্রয়োগ : ● ফলাবর্তন : শীর্ষ-গ : ———————————— ১৫মি. ● উদাহরণ উপস্থাপন : ● উদাহরণ বিশ্লেষণ : ● সূত্র গঠন : ● সূত্র প্রয়োগ : ● ফলাবর্তন :	
৫	মূল্যায়ন	শ্রেণীর কাজ	
		বাড়ির কাজ	

উপরোল্লিখিত কাঠামো দু'টির বিভিন্ন অংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল

১. পরিচিতি : এটি পাঠ পরিকল্পনার ১ম অংশ। এতে শিক্ষকের পরিচিতি, পাঠের পরিচিতি, তারিখ ও সময় উল্লিখিত থাকে।

২. শিখনফল : নির্বাচিত পাঠটি শ্রেণীতে উপস্থাপিত হবার পর শিক্ষার্থীরা যা অর্জন করবে বলে ধরে নেওয়া হয় তা-ই এই অংশে লিখিত হয়। এগুলোকে আচরণিক উদ্দেশ্যও বলা হয়ে থাকে।

৩. প্রস্তুতি : শিক্ষার্থীদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করানো ও পাঠের নাম ঘোষণার কৌশল এ অংশে লেখা থাকে।

৪. উপস্থাপন : পুরো পাঠের বিষয়বস্তু যেভাবে উপস্থাপিত হবে তাই এ অংশে থাকে।

৫. মূল্যায়ন : শিক্ষার্থীর অর্জন যাচাইয়ের জন্য শ্রেণীর কাজ ও বাড়ির কাজ এ অংশে লিপিবদ্ধ করা থাকে। অনেক সময় উপস্থাপনের প্রতিটি খন্ডে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া জড়িত থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে মূল্যায়নকে আলাদা ধাপ হিসেবে না রাখলেও চলে।

গ. **পাঠ পরিকল্পনার ধাপ ও উপধাপ:** পাঠ পরিকল্পনা যে বিষয়েরই হোক-না-কেন এতে মূলত তিনটি ধাপের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যথা-প্রস্তুতি, উপস্থাপন ও মূল্যায়ন। প্রতিটি ধাপে আবার বিভিন্ন উপধাপ থাকতে পারে, যেমন: গদ্য ও কবিতার পাঠ পরিকল্পনার উপস্থাপন অংশের উপধাপগুলো নিম্নরূপ হতে পারে।

১. কবি/লেখক পরিচিতি

২. আদর্শ পাঠ

৩. সরব পাঠ

৪. শব্দার্থ শেখানো

৫. পাঠ বিশ্লেষণ।

পাঠ বিশ্লেষণ উপধাপটিতে আবার বিভিন্ন অংশ থাকবে, যেমন: সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা, শিক্ষার্থীদের কাজ প্রদান এবং কাজের ফলাবর্তন।

অন্যদিকে ব্যাকরণের পাঠ পরিকল্পনার উপস্থাপন ধাপের উপধাপসমূহ ভিন্নতর হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নিম্নরূপ উপধাপ থাকা আবশ্যক।

ধাপ	উপধাপ	
উপস্থাপন	**শীর্ষ ক :** ● উদাহরণ উপস্থাপন ● উদাহরণ বিশ্লেষণ ● সূত্র গঠন ● সূত্র প্রয়োগ ● ফলাবর্তন	**শীর্ষ খ :** ● উদাহরণ উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ ● কাজ প্রদান/সমস্যা সমাধান ● ফলাবর্তন

ব্যাকরণের উপস্থাপন অংশে একাধিক শীর্ষ থাকতে পারে। তবে শীর্ষ সংখ্যা যা-ই হোক প্রতিটি শীর্ষে উপরোল্লিখিত অংশগুলো থাকা আবশ্যক।

ঘ. **ধারাবাহিক কার্যপ্রণালি :** পাঠ পরিকল্পনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ এটি। মূলত শিক্ষক শ্রেণীতে পাঠের বিভিন্ন ধাপ ও উপধাপের কাজগুলো যে প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করবেন তা-ই হচ্ছে কার্যপ্রণালি। প্রতিটি উপধাপে শিক্ষক নিজে কী করবেন, কীভাবে করবেন, কী দিয়ে করবেন এবং শিক্ষার্থীরাই বা কী করবে, কীভাবে করবে, কী দিয়ে করবে- তারই আনুপুঙ্খ বিবরণ হচ্ছে কার্যপ্রণালি। উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও কলাকৌশলের আলোকে কার্যপ্রণালি নির্বাচিত হয়ে থাকে।

গদ্য ও কবিতার পাঠ পরিকল্পনার ধারাবাহিক এবং বিস্তারিত কার্যপ্রণালি নিম্নরূপ হতে পারে:

- **কবি/লেখক পরিচিতি :** পাঠ উপস্থাপন পর্বের প্রথম ধাপ এটি। পাঠ ঘোষণা হয়ে যাবার পর শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন। এরপর শিক্ষার্থীদেরকে তাদের পাঠ্যবইয়ের কবি/লেখকের পরিচিতিমূলক যে অনুচ্ছেদটি আছে তা মনোযোগ দিয়ে পড়তে বলবেন এবং পাশাপাশি পঠিত অংশের তথ্যমূলক উপাত্তগুলো নিম্নরূপ ছক আকারে লিখতে বলবেন।

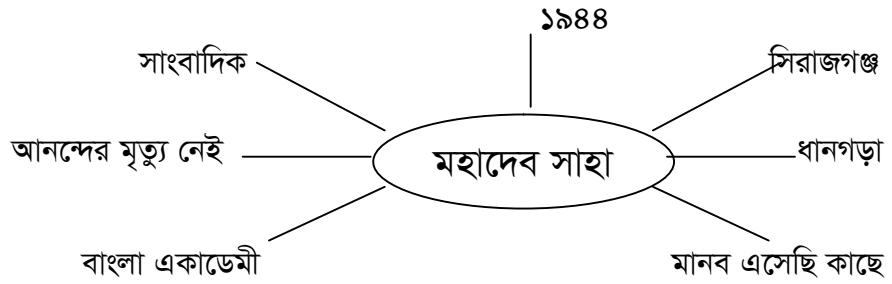

এসময় শিক্ষক ঘুরে ঘরে শ্রেণীর কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং যারা নির্দেশ অনুযায়ী কাজটি করতে পারছেনা তাদেরকে সহযোগিতা করবেন। ঘুরে দেখতে দেখতে শ্রেণীর

কাজের মান সম্পর্কে শিক্ষকের সুস্পষ্ট ধারণা হবে। পাঠের এই অংশের উপর পোস্টার পেপারে একটি তথ্যছক শিক্ষকের কাছে আগে থেকে তৈরি করা থাকবে। শিক্ষার্থীদের কাজ শেষ হলে শিক্ষক তার নিজের তৈরি করা তথ্যছকটি দেওয়ালে ঝুলিয়ে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে তাদের কাজের সাথে মিলিয়ে নিতে বলবেন। আশা করা যায়, শিক্ষার্থীরা যেহেতু নিজে নিজে পড়ে খাতায় তথ্যছক তৈরি করেছে এবং শিক্ষকের প্রদর্শিত তথ্যছকের সাথে আবার মিলিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে তাই এক্ষেত্রে তাদের শিখনটি হবে স্থায়ী এবং পূর্ণাঙ্গ।

- **আদর্শ পাঠ :** এই অংশে শিক্ষকের ভূমিকাই প্রধান। শিক্ষক পাঠের নির্দিষ্ট অংশটি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে শ্রেণীমুখী হয়ে উচ্চারণ, গতি, ভঙ্গি, কণ্ঠস্বর, প্রভৃতির আদর্শমান বজায় রেখে পাঠ করবেন। এসময় শিক্ষককে অত্যন্ত সুকৌশলে পাঠের ফাঁকে মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের সাথে দৃষ্টি বিনিময়ও করতে হবে। এতে আদর্শ পাঠ অধিকতর অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠবে। শিক্ষার্থীরা আদর্শ পাঠ চলাকালে বই অনুসরণ করে মনোযোগ দিয়ে শুনবে।

- **সরব পাঠ :** শিক্ষক পাঠ্যাংশটি ৩/৪ জন শিক্ষার্থীকে দিয়ে পাঠ করাবেন। এ ক্ষেত্রে প্রতিজনকে দিয়ে একটি অনুচ্ছেদ/অংশ পাঠ করানো যেতে পারে। পাঠ শুরুর আগেই শিক্ষক পাঠক শিক্ষার্থীর উচ্চারণ ত্রুটিসমূহ অন্য শিক্ষার্থীদেরকে খেয়াল রাখতে বলবেন এবং নিজেও খেয়াল রাখবেন। পাঠচক্র শেষ হয়ে যাবার পর ভুল উচ্চারিত শব্দগুলো শিক্ষার্থীদেরকে উল্লেখ করতে বলবেন এবং নিজে সাথে সাথে বোর্ডে লিখবেন ও মুখে সঠিকভাবে উচ্চারণ করে দেখাবেন।

- **শব্দার্থ :** শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে অর্থ-না-জানা শব্দগুলো পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করতে বলবেন এবং সাথে সাথে শুধু মূল শব্দগুলো বোর্ডে নিচে নিচে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী নির্বাচিত শব্দগুলো বোর্ডে লিখা হয়ে গেলে ঐ শব্দসমূহের অর্থ শিক্ষার্থীদেরকে জোড়ায় জোড়ায় চিন্তা করে নিজ নিজ খাতায় লিখতে বলবেন। পরে শিক্ষক বোর্ডে লিখিত মূল শব্দের পাশে অর্থ লিখে দিবেন, মুখে বলবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে মিলিয়ে নিতে বলবেন।

- **পাঠ বিশ্লেষণ :** শিক্ষক এই অংশে প্রথমে খুব সংক্ষেপে (২/৩ মিনিটে) পুরো পাঠের মূলদিকগুলো মৌখিকভাবে উপস্থাপন করবেন। তারপর সবগুলো দিকের উপর ভিত্তি করে পোস্টার পেপারে লিখিত কাজ/প্রশ্ন তালিকা (Activity Chart) প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীরা পুরো পাঠটি পড়ে প্রশ্নগুলোর পয়েন্টভিত্তিক সংক্ষিপ্ত উত্তর নিজ নিজ খাতায়

লিখবে। এ সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শ্রেণীর কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদেরকে সাহায্য করবেন। পরে শিক্ষক পোস্টার পেপারে লিখিত উত্তর তালিকা (Answer Chart) প্রদর্শন করবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে মিলিয়ে নিতে বলবেন।

- **মূল্যায়ন :** সত্যিকার অর্থে পূর্বোল্লিখিত প্রতিটি ধাপেই অভ্যন্তরীন মূল্যায়ন জড়িয়ে আছে। তাই চূড়ান্ত মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা খুব বেশি আবশ্যক নয়। তবে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ধারণাকে একবারে বাদ দিলে অনেকেই এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন। সেইদিক বিবেচনায় চূড়ান্ত বা প্রান্তিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। মূল্যায়ন লিখিত বা মৌখিক যে কোন ভাবে করা যায়। তবে সময়ের দিক বিবেচনা করে এই কাজটি মৌখিক এবং সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্নভিত্তিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

  প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার আগে শিক্ষার্থীরা নীরবে পুরো পাঠটি একবার পড়ে নিবে। পরে শিক্ষক পাঠের উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তু অংশকে প্রাধান্য দিয়ে এমনভাবে প্রশ্ন নির্বাচন করবেন যাতে পূর্বনির্ধারিত সবকটি উদ্দেশ্য প্রশ্ন-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রশ্ন করার সময় শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদেরকে হাত তুলতে বলবেন (যারা উত্তর বলতে পারবে) পরে একজনকে দিয়ে উত্তর বলাবেন।

- **বাড়ির কাজ প্রদান :** মূল্যায়ন শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বাড়ির কাজ দিবেন। কাজটি বোর্ডে লিখে না দিয়ে চার্ট দেখিয়ে মুখেও বলে দেওয়া যেতে পারে। এতে সময় বেঁচে যাবে। কাজটি যেভাবেই দেওয়া হোক না কেন, খেয়াল রাখতে হবে যেন এটি প্রয়োগধর্মী হয়।

আবার ব্যাকরণের একটি পাঠের উপস্থাপন ধাপটির প্রতিটি শীর্ষের অন্তর্গত উপধাপসমূহের কার্যপ্রণালি নিম্নরূপ হতে পারে :

- **উদাহরণ উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ :** এই অংশে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় পোস্টার পেপার বা চকবোর্ডে শীর্ষ-সংশ্লিষ্ট উদাহরণ বিশ্লেষণ করবেন। একে Teach পর্যায় বলা যায়।

- **সূত্র গঠন/সমস্যা সমাধান :** বিশ্লেষিত উদাহরণের প্রেক্ষিতে শিক্ষক এই অংশে শিক্ষার্থীদেরকে সূত্র গঠন করতে বলবেন অথবা প্রাসঙ্গিক কোন সমস্যা সমাধান করতে বলবেন। একে Work পর্যায়ও বলা যায়।

- **ফলাবর্তন :** এই অংশে শিক্ষক নির্বাচিত কয়েকজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে তাদের তৈরিকৃত উত্তর/কাজ শ্রেণীর সকলের সামনে উত্থাপন করতে বলবেন এবং নিজেও পাশাপাশি সম্পূরক ফলাবর্তন দিবেন।

ঙ. **বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা :** সারা বছরের মোট কর্মদিবসের বিবেচনায় বিষয়ের পঠিতব্য সকল পাঠকে সাময়িক পরীক্ষা, মাস ও দিনভিত্তিক পাঠদানের পূর্ব পরিকল্পনাই হচ্ছে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা। এটি একটি নির্দিষ্ট কাঠামোতে তৈরি করতে হয়। অনেকটা যে-কোন বইয়ের সূচিপত্রের সাথে একে তুলনা করা যায়। এর সংক্ষিপ্ত পরিসরে চোখ বুলালেই বৎসরের কোন সময়ে কোন পাঠটি পড়ানো হবে তা বুঝা যায়।

চ. **ইউনিট বা একক পরিকল্পনা :** পাঠ্যপুস্তকের পুরো বিষয়বস্তুকে সাধারণত কতগুলো ইউনিট বা এককে বা অধ্যায়ে ভাগ করা থাকে। একটি অধ্যায় পড়ানোর জন্য আবার বেশ কয়েকটি ক্লাসের দরকার পড়ে। অধ্যায় বা ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত সকল দিক নিয়ে একসাথে একটি পরিকল্পনা প্রণীত হলে তাকে ইউনিট বা একক পরিকল্পনা বলে। একক পরিকল্পনা কাঠামোটি নিম্নরূপ হতে পারে:

ইউনিট–৮: সন্ধি পাঠ সংখ্যা–৬

তারিখ	পাঠ	উদ্দেশ্য	পাঠের শীর্ষ	উপকরণ	পদ্ধতি	মন্তব্য
২৫/১০/০৭	সন্ধি	– পারবে – পারবে	১. স্বরসন্ধি সংজ্ঞা ২. ৩টি নিয়ম	_____ _____	_____ _____	
২৯/১০/০৭	স্বরসন্ধি-১	_____	১. ২.			
৩০/১০/০৭	স্বরসন্ধি-২	_____	১. ২.			
০৩/১১/০৭	ব্যঞ্জনসন্ধি-১	_____	১. ২.			
০৭/১১/০৭	ব্যঞ্জনসন্ধি-২	_____	১. ২.			
০৮/১১/০৭	বিসর্গসন্ধি	_____	১. ২.			

নমুনা পাঠ পরিকল্পনা-১

বিদ্যালয় : শিক্ষক : রোল :	শ্রেণী : ১০ম বিষয় : বাংলা কবিতা পাঠ : শহীদ স্মরণে (১ম তিন স্তবক) তারিখ : ০১/০৯/০৭ সময় : ৪০মি.

শিখনফল/আচরণিক উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

১. কবি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের পরিচিতি উল্লেখ করতে পারবে।

২. কবিতার নির্বাচিত অংশ আদর্শরূপে আবৃত্তি করতে পারবে।

৩. হানাদার, অভিসম্পাত, ব্যঞ্জনা, বিমর্ষ, শোণিত, দুর্মর, রঞ্জিত প্রভৃতি শব্দের অর্থ বলতে পারবে।

৪. 'কবিতায় আর কী লিখব' – কবির এই দ্বিধান্বিত প্রশ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৫. গানে আর ভিন্ন কোন সুরের ব্যঞ্জনা নেই কেন– তা উল্লেখ করতে পারবে।

৬. কবিতায় কবি তার ছোট ভাই আসাদ, মা এবং বাবা সম্পর্কিত যেসব উপলব্ধির কথা বলেছেন তা বর্ণনা করতে পারবে।

সোপান	কার্যপ্রণালি (শিক্ষক নিয়ন্ত্রিত)	উপকরণ
প্র স্তু তি	১. **মনোযোগ আকর্ষণ ও পাঠ ঘোষণা (২ মি.):** মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি দেখিয়ে ছবির বিষয়বস্তুভিত্তিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠ ঘোষণা করা ও বোর্ডে শিরোনাম লিখে দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে খাতায় লিখে নিতে বলা।	মুক্তিযুদ্ধের ছবি চকবোর্ড
উ প	২. **কবি পরিচিতি (৪ মি.) :** শিক্ষার্থীদেরকে মনোযোগ সহকারে বই থেকে কবি পরিচিতি বিষয়ক অংশ পড়ে একটি করে তথ্য উল্লেখ করতে বলা (দ্বিরুক্তি না করে)। • তাদের উল্লিখিত তথ্য Mind map আকারে সাথে সাথে বোর্ডে লিখা। • কোন তথ্য অনুল্লিখিত থাকলে তা উল্লেখ করে বোর্ডে লিখে দেওয়া।	চকবোর্ড

স্থা প ন	৩. **আদর্শ পাঠ (২মি.) :** এক স্থানে দাঁড়িয়ে কবিতার নির্বাচিত অংশ সুন্দর করে আবৃত্তি করা।	
	৪. **সরব পাঠ ও উচ্চারণ সংশোধন (৩মি.) :** ৩/৪ জন শিক্ষার্থীকে দিয়ে পর্যায়ক্রমে পুরো পাঠ একবার পড়ানো। ● শিক্ষার্থীদের পাঠের ত্রুটিগুলো খেয়াল রেখে তা সংশোধন করে দেওয়া (প্রত্যেককে তার পাঠের পর পরই)	
	৫. **শব্দার্থ (৩মি.) :** কে, কোন শব্দের অর্থ জানেনা- তা শিক্ষার্থীদেরকে উল্লেখ করতে বলা এবং বোর্ডের বাম পাশে নিচে নিচে লিখা। ● পর্যায়ক্রমে লিখিত শব্দগুলোর অর্থ সকলকে জিজ্ঞেস করা এবং তাদের উল্লিখিত অর্থ শুদ্ধ করে বোর্ডে নির্দিষ্ট শব্দের পাশে লিখে দেওয়া।	চকবোর্ড
উ প স্থা প ন	৬. **পাঠ বিশ্লেষণ :** ● **সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা (৩মি.) :** প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে পাঠের নির্বাচিত উদ্দেশ্য ও পুরো বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের সামনে ৩/৪ মিনিটের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করা। ● **কাজ প্রদান (১৫মি.) :** শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্বাচিত অংশ মনোযোগ দিয়ে পড়ে একক/জোড়ায়/দলীয়ভাবে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খাতায় লিখতে বলা (প্রশ্নের পরিবর্তে উদ্দেশ্যভিত্তিক কর্মপত্র ব্যবহার করা উত্তম)। ক. কবিতায় আর কী লিখব – কেন এই দ্বিধা? খ. গানে আর ভিন্ন সুরের ব্যঞ্জনা নেই কেন? গ. আসাদ কে? তার সম্পর্কে কী কী কথা বলা হয়েছে? ঘ. 'দু'চোখে তার শত্রুহননের আহ্বান'– কার দু'চোখে, কেন এই আহ্বান? ঙ. কবি তার বৃদ্ধ পিতা সম্পর্কে কী কথা বলেছেন? ● **কাজ পর্যবেক্ষণ :** শ্রেণীর কাজ পর্যবেক্ষণ করা ও প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদেরকে সহযোগিতা প্রদান করা। ● **শিক্ষার্থীর উপস্থাপন (৩মি.) :** পর্যায়ক্রমে শিক্ষার্থীদেরকে দিয়ে তাদের কাজ শ্রেণীতে উপস্থাপন করানো এবং উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে অন্যদের মন্তব্য সংগ্রহ করা। ● **ফলাবর্তন (২মি.) :** পূর্ণাঙ্গ উত্তর পুনরায় সুন্দর করে মৌখিকভাবে/পোস্টার পেপারের সাহায্যে উপস্থাপন করা।	সমস্যা চার্ট/কর্মপত্র কার্ড / পোস্টার পেপার পোস্টার পেপার

মূল্যায়ন	৭. **শ্রেণীর কাজ (৩মি.) :** শিক্ষার্থীদের অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করা– ক. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান কোন ধরনের কবি, কেন? খ. আসাদের মৃত্যুতে কবি অশ্রুহীন কেন? গ. কবি তার মাকে কোন সান্ত্বনা বাক্য শোনাননি কেন?	
	৮. **বাড়ির কাজ (২মি.) :** ক. মনোযোগ দিয়ে পুরো কবিতা পাঠ করতে বলা। খ. কবিতাটি সম্পর্কে নিজস্ব উপলব্ধি সুন্দর করে লিখে আনতে বলা।	

দ্রষ্টব্য ঃ পাঠ পরিকল্পনাটির নিম্নবর্ণিত দিকসমূহ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করুন।

১. নির্বাচিত বিষয়বস্তুর (কবিতাংশ) সকল দিক উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি-না।

২. উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদগুলোর বৈশিষ্ট্য কী?

৩. উদ্দেশ্যের ধারাবাহিকতার সাথে উপস্থাপন অংশের কাজের ধারাবাহিকতার কী সম্পর্ক রয়েছে, কেন?

৪. উপস্থাপন অংশের উপ-ধাপগুলো কী কী? সকল পাঠেই কি-এই উপধাপসমূহ অনুসরণ করতে হবে? কেন?

৫. সমস্যামূলক প্রশ্নসমূহ কোন ধরনের প্রশ্ন? এ সকল প্রশ্ন নির্বাচনের যৌক্তিকতা কী?

৬. সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে উদ্দেশ্যের পুরোপুরী প্রতিফলন ঘটেছে কি-না বিচার করুন।

৭. শ্রেণীতে আলাদা করে মূল্যায়ন যদি করতেই হয়- তাহলে সে প্রশ্নগুলো কেমন হবে? এই পাঠের প্রশ্নগুলো কি তেমন হয়েছে? ব্যাখ্যা দিন।

৮. এক শব্দে/বাক্যে উত্তর দেওয়া যায়- এ রকম প্রশ্ন না করা ভাল– কেন?

৯. শব্দার্থ, সমস্যা সমাধান, উপস্থাপন ও ফলাবর্তন-এই চারটি উপ-পর্বে শিক্ষার্থীদের করণীয়সমূহ লিখুন।

নমুনা পাঠ পরিকল্পনা-২

বিদ্যালয় :	শ্রেণী : ৯ম ও ১০ম বিষয় : বাংলা ব্যাকরণ
শিক্ষক :	পাঠ : ণত্ব ও ষত্ব বিধি
তারিখ : ০৮/০৯/০৭	সময় : ৪৫মি.

শিখনফল/আচরণিক উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা –

- ন-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধানের সংজ্ঞা বলতে পারবে।
- বানানে 'ণ' ও 'ষ' ব্যবহারের ৫টি নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারবে।

সোপান	কার্যপ্রণালি (শিক্ষক নিয়ন্ত্রিত)	উপকরণ
প্রস্তুতি	**মনোযোগ আকর্ষণ ও পাঠ ঘোষণা ———————— ৫মি.** ● শ, ষ, স, ণ, ন-এই পাঁচটি বর্ণ চকবোর্ডে লিখা। ● শব্দের বানানে শ/ষ/স অথবা ন/ণ এদের যে কোনটি ব্যবহার করা যায় না কেন- তা জিজ্ঞেস করা। এভাবে প্রসঙ্গের অবতারণার মাধ্যমে পাঠ ঘোষণা করা ও শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেওয়া।	চকবোর্ড
উপস্থাপন	**শীর্ষ- ক : ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধানের সংজ্ঞা ——— ১০মি.** ১. বর্ষা এবং কারণ শব্দ দু'টি বোর্ডে লিখে কেন শব্দ দু'টির বানানে 'ষ' এবং 'ণ' বসেছে তা শিক্ষার্থীদেরকে জোড়ায় চিন্তা করতে বলা। ২. শিক্ষার্থীদের চিন্তার সূত্র ধরে শব্দ দু'টির বানানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা। ৩. দলে চিন্তা করে ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধানের সংজ্ঞা লিখতে বলা ও পরে ফলাবর্তন দেওয়া।	চকবোর্ড
সোপান	**কার্যপ্রণালি (শিক্ষক নিয়ন্ত্রিত)**	**উপকরণ**
উপস্থাপন	**শীর্ষ খ : ণ-ত্ব বিধানের নিয়ম ———————— ১৫মি.** ১. কর্মপত্র-১ প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সরবরাহ করে এতে উল্লিখিত উদাহরণ সমূহের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা। ২. সমজাতীয় উদাহরণগুলোকে কলামভিত্তিক নিচে নিচে লিখতে বলা। ৩. পোস্টার পেপারে সমজাতীয় উদাহরণগুলো উপস্থাপন করে শব্দগুলোর বানানে 'ণ' ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা করা। ৪. প্রশিক্ষণার্থীদেরকে জোড়ায়/দলে চিন্তা করে পরিবেশিত উদাহরণ সংশ্লিষ্ট ণ-ত্ব বিধানের নিয়ম লিখতে বলা, সমজাতীয় উদাহরণ নির্বাচন করতে বলা ও পরে পোস্টার পেপারে ফলাবর্তন দেওয়া। **শীর্ষ গ : ষ-ত্ব বিধানের নিয়ম ———————— ১৫মি.** ১. কর্মপত্র-২ শিক্ষার্থীদের মাঝে সরবরাহ করে এতে উল্লিখিত উদাহরণসমূহের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা। ২. সমজাতীয় উদাহরণগুলোকে কলামভিত্তিক নিচে নিচে লিখতে বলা। ৩. পোস্টার পেপার সমজাতীয় উদাহরণগুলো উপস্থাপন করে শব্দগুলোর বানানে 'ষ' ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা করা।	কর্মপত্র-১ পোস্টার পেপার কর্মপত্র-২ পোস্টার পেপার পোস্টার পেপার

	৪. প্রশিক্ষণার্থীদেরকে জোড়ায়/দলে চিন্তা করে পরিবেশিত উদাহরণসংশ্লিষ্ট ষ-ত্ব বিধানের নিয়ম লিখতে বলা, সমজাতীয় উদাহরণ নির্বাচন করতে বলা ও পরে পোস্টার পেপারে ফলাবর্তন দেওয়া ও সংশোধন করে নিতে বলা।	

ণ-ত্ব বিধান : নিম্নবর্ণিত উদাহরণগুলোকে প্রথমে সমজাতীয়তার ভিত্তিতে সাজিয়ে লিখে পরে উদাহরণ সংশ্লিষ্ট নিয়মটি লিখুন ও সমজাতীয় নতুন উদাহরণ নির্বাচন করুন।

ঘন্টা, কারণ, প্রণীত, গণতন্ত্র, বিষণ্ন, স্বর্ণ, নির্ণয়, গণিত, বিভীষণ, সংরক্ষণ, প্রমাণ, পূর্বাহ্ন, গণ্য।

উদাহরণ	নিয়ম	নতুন উদাহরণ

কর্মপত্র-২: ষত্ব বিধান : নিম্নবর্ণিত উদাহরণগুলোকে প্রথমে সমজাতীয়তার ভিত্তিতে সাজিয়ে লিখে পরে উদাহরণ সংশ্লিষ্ট নিয়মটি লিখুন ও সমজাতীয় নতুন উদাহরণ নির্বাচন করুন।

ঋষি, উৎকর্ষ, মুমূর্ষু, নিষিক্ত, বিশিষ্ট, কৃষক, বর্ষা, পরিষ্কার, আবিষ্কার, সুষ্ঠু, সুষমা।

উদাহরণ	নিয়ম	নতুন উদাহরণ

নমুনা পাঠ পরিকল্পনা-৩

বিদ্যালয় :	শ্রেণী : ৯ম ও ১০ম বিষয় : বাংলা ব্যাকরণ
শিক্ষক :	পাঠ : স্বরসন্ধি
তারিখ : ০৮/০৯/০৭	সময় : ৪৫মি.

শিখনফল/আচরণিক উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- স্বরসন্ধির সংজ্ঞা বলতে পারবে।
- স্বরসন্ধির অ/আ কার সম্পর্কিত ৩টি নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- অ/আ কার সম্পর্কিত নিয়মে সন্ধিজাত শব্দের বিচ্ছেদ দেখাতে পারবে।

সোপান	কার্যপ্রণালি (শিক্ষক নিয়ন্ত্রিত)	উপকরণ
প্র স্তু তি	**মনোযোগ আকর্ষণ ও পাঠ ঘোষণা ——— ৫মি.** বিদ্যালয় শব্দটি বোর্ডে লিখে এর বুৎপত্তি নির্দেশক নিম্নরূপ প্রশ্ন করা- ● শব্দটিতে কোন কোন শব্দের মিলন ঘটেছে? ● ঐ দু'টি শব্দের প্রথমটির শেষ ধ্বনি ও দ্বিতীটির প্রথম ধ্বনি কী কী? ● ঐ দু'টি ধ্বনি মিলিত হয়ে কী রূপ নিয়েছে? প্রসঙ্গের অবতারণার মাধ্যমে পাঠ ঘোষণা করা ও বোর্ডে শিরোনাম লিখে দেওয়া।	চকবোর্ড
উ প স্থা প ন	**শীর্ষ ক : স্বরসন্ধির সংজ্ঞা ——————— ৫মি.** ১. পোস্টার পেপারে লিখিত কয়েকটি স্বরসন্ধিজাত শব্দের বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা, যেমন- সু+আগত = স্বাগত (উ+আ = আ) গ্রাম+অন্তর = গ্রামান্তর (আ+আ = আ) রবি+ইন্দ্র = রবীন্দ্র (ই+ই = ঈ) শিক্ষার্থীদের এই জাতীয় ১টি করে উদাহরণ লিখতে বলা। ২. শিক্ষার্থীদেরকে উদাহরণগুলোর ধ্বনি সংযোগ প্রক্রিয়া বিবেচনায় রেখে জোড়ায় চিন্তা করে স্বরসন্ধির সংজ্ঞা লিখতে বলা ও ১টি নতুন উদাহরণ নির্বাচন করতে বলা। ৩. পোস্টার পেপারে লিখিত স্বরসন্ধির আদর্শ সংজ্ঞা উপস্থাপন করা।	পোস্টার পেপার, চকবোর্ড
সোপান	**কার্যপ্রণালি (শিক্ষক নিয়ন্ত্রিত)**	**উপকরণ**
উ প স্থা প ন	**শীর্ষ খ : স্বরসন্ধির তিনটি নিয়ম ——————— ২০মি.** ১. কর্মপত্র-১ এর মাধ্যমে স্বরসন্ধির তিনটি নিয়ম থেকে আহরিত এলোমেলোভাবে সন্নিবেশিত নিম্নরূপ উদাহরণসমূহ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা ও এদের ধ্বনি সংযোগ প্রক্রিয়ার সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র্য ব্যাখ্যা করা (৩মি.) : পদ + অঙ্ক = পদাঙ্ক / পর + উপকার = পরোপকার স্ব + ইচ্ছা = স্বেচ্ছা / হিম + আলয় = হিমালয় রমা + ঈশ = রমেশ / চল + ঊর্মি = চলোর্মি মহা + অর্ঘ = মহার্ঘ / নর + ঈশ = নরেশ যথা + উচিত = যথোচিত / বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয় মহা + ঊর্মি = মহোর্মি / যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট ২. প্রকৃতি (ধ্বনি সংযোগ প্রক্রিয়ার সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র্য) অনুযায়ী উদাহরণগুলো শিক্ষার্থীদেরকে জোড়ায় চিন্তা করে কর্মপত্রে/খাতায় ৩ কলামে সাজিয়ে লিখতে বলা। ৩. বোর্ডে/পোস্টার পেপারে সাজিয়ে লিখে উদাহরণগুলো প্রদর্শন করা। ৪. শিক্ষার্থীদেরকে জোড়ায় চিন্তা করে উদাহরণসংশ্লিষ্ট নিয়মগুলো কর্মপত্রে/খাতায় লিখতে বলা ও সমজাতীয় উদাহরণ নির্বাচন করতে বলা। ৫. পোস্টার পেপার/চকবোর্ডে শিক্ষার্থীদের কাজের ফলাবর্তন দেওয়া।	পোস্টার পেপার চকবোর্ড

সোপান	কার্যপ্রণালি (শিক্ষক নিয়ন্ত্রিত)	উপকরণ
মূল্যায়ন	১. **শ্রেণীর কাজ ———————————— ৪মি.** শিক্ষার্থীদের অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করা (মৌখিক/লিখিত) ● স্বরসন্ধিতে কোন কোন ধ্বনির মিলন ঘটে থাকে? ● স্বরসন্ধিতে কোন কোন ধ্বনি মিলে 'এ' ধ্বনি হয়? ● যথোচিত শব্দটির সন্ধি সাধনের নিয়ম কোনটি?	
	২. **বাড়ির কাজ প্রদান ———————————— ১মি.** ● পঠিত ৩টি নিয়মের প্রতিটির ৫টি করে বিশ্লেষিত উদাহরণ খাতায় লিখে আনতে বলা।	চকবোর্ড

মূল্যায়নঃ

১. পাঠদান প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক পরিকল্পনায় গুরুত্ব যুক্তিসহ আলোচনা করুন।

২. বাংলা সাহিত্য (গদ্য ও কবিতা) ও ব্যাকরণের পাঠ পরিকল্পনা কাঠামোর তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৩. পাঠদানের বার্ষিক পরিকল্পনা ও ইউনিট পরিকল্পনা বলতে কী বুঝেন? এর স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-১

সাদৃশ্যগত	স্বাতন্ত্র্যগত	
১. উভয় কাঠামোই পাঁচটি অংশে বিভক্ত যথা- পরিচিতি, উদ্দেশ্য, প্রস্তুতি, উপস্থাপন, মূল্যায়ন।	১. কার্যপ্রণালিতে উপধাপসমূহ বিভিন্ন যেমন-	
	গদ্য/কবিতা	**ব্যাকরণ**
২. সোপান, কার্যপ্রণালি ও উপকরণ এই তিনটি মূল কলামে বিভক্ত।	পাঠ ঘোষণা	**শীর্ষ : ১/২/৩**
৩. প্রস্তুতি ও মূল্যায়ন একই ধরনের।	কবি পরিচিতি-	উদাহরণ উপস্থাপন
৪. উপকরণ ডান দিকের কলামে সন্নিবেশিত।	আদর্শপাঠ-	উদাহরণ বিশ্লেষণ
	সরব পাঠ-	কাজ প্রদান
	শব্দার্থ-	পর্যবেক্ষণ
	পাঠ বিশ্লেষণ-	ফলাবর্তন
	শ্রেণীর কাজ-	
	বাড়ির কাজ-	

পর্ব-২

ধাপ-উপধাপ ব্যবস্থাপনা

বাম পাশের ধাপ-উপধাপের সাথে ডান পাশের কাজকে দাগ টেনে মিলান।

কাঠামো-১ (গদ্য/কবিতা)

ধাপ-উপধাপ			শিক্ষকের কাজ
প্রস্তুতি	মানসিক প্রস্তুতি-		১. এমন কিছু করা যার ফলে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ পাঠের দিকে আকৃষ্ট হয়।
	পাঠ ঘোষণা-		২. আজ কী পড়বো তা মৌখিকভাবে বলা ও বোর্ডে শিরোনাম লিখা।
উপস্থাপন	কবি পরিচিতি –		৩. কবি পরিচিতি অংশ পড়তে বলা ও তথ্য উল্লেখ করতে বলা।
	আদর্শ পাঠ –		৪. নির্বাচিত অংশ সুন্দর করে আবৃত্তি করা।
	সরব পাঠ –		৫. নির্বাচিত শিক্ষার্থীদেরকে দিয়ে পুরো পাঠ একবার পড়ানো।
	শব্দার্থ –		৬. পড়ে অর্থ-না-জানা শব্দ উল্লেখ করতে বলা ও বোর্ডে লিখা। পরে যে ঐ শব্দের অর্থ পারে তাকে বলতে দেওয়া ও বোর্ডে লিখে দেওয়া।
	সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা –		৭. পুরো পাঠের বিষয়বস্তুর আলোকে ৩/৪ মিনিট বক্তৃতা দেওয়া।
	কাজ প্রদান –		৮. পাঠের উদ্দেশ্যের আলোকে কাজ দেওয়া/প্রশ্নের উত্তর লিখতে দেওয়া।
	ফলাবর্তন –		৯. প্রতিটি কাজের/প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষার্থীরা কী লিখেছে তা শোনা ও পরে নিজেও বলা।
মূল্যায়ন	শ্রেণীর কাজ		১০. অর্জন যাচাইয়ের জন্য মুখে মুখে প্রশ্ন করা।
	বাড়ির কাজ		১১. প্রয়োগমূলক কোন সমস্যা সমাধান করে আনতে বলা।

পর্ব-৩

বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা	ইউনিট পরিকল্পনা
১। সারা বছরের জন্য কোন একটি বিষয়ে বিদ্যালয়ে প্রচলিত টার্ম অনুযায়ী বিষয়বস্তু বিন্যস্ত করাকে বলা হয় বাৎসরিক পাঠপরিকল্পনা।	১। কোন একটি বিষয় (Subject) এর পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়বস্তু (Topic) অথবা অধ্যায়গুলোকে একত্রে সংগঠিত করে এক একটি পাঠ একক (Unit) হিসেবে তৈরীকৃত পরিকল্পনাই একক পাঠ পরিকল্পনা নামে পরিচিত।
২। একটি সম্পূর্ণ পাঠ্যপুস্তকের সকল অধ্যায় এর আওতাভুক্ত।	২। কোন একটি পাঠ্যপুস্তকের শুধুমাত্র পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত অধ্যায় বা বিষয়বস্তু (Topic) গুলো এর আওতাভুক্ত।
৩। বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনার বিষয়বস্তু পাঠদান সম্পর্কিত কার্যক্রম যেমন উপকরণ, পদ্ধতি ইত্যাদির উল্লেখ থাকে না।	৩। ইউনিট পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু পাঠদান সম্পর্কিত কার্যাবলী যেমন উপকরণ, পদ্ধতি ইত্যাদির উল্লেখ থাকে।
৪। এক নজরে সারাবছরের বিষয়বস্তুর পাঠবন্টনের চিত্র পাওয়া যায়।	৪। সারা বছর নয়, এক কিংবা দুই সপ্তাহের পাঠবন্টনের চিত্র পাওয়া যায়।
৫। ছুটি, কার্যদিবস, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্লাস সংখ্যা, ব্যবহারিক ক্লাস ইত্যাদি জানা থাকলে যে কেউ বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে পারেন।	৫। বিষয়বস্তুর মনস্তাত্ত্বিক ও যুক্তিমূলক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হয় বলে ইউনিট পরিকল্পনা তৈরিতে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়।

ইউনিট-৩ **অধিবেশন-১৭**

পাঠটীকা প্রণয়ন কৌশল

শিক্ষা প্রক্রিয়ার দুটো দিক আছে- একটি শেখা ও অন্যটি শেখানো। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই শেখা ও শেখানোর কাজটি চলে প্রধানত শ্রেণীকক্ষে। শ্রেণীকক্ষে রয়েছে দুটি মানবিক পক্ষ, এর একটি হচ্ছেন শিক্ষক, অপরটি শিক্ষার্থী। শিক্ষকের করণীয় প্রধান কাজটি হচ্ছে পাঠদান বা শিক্ষণ, আর ছাত্রদের কাজ হচ্ছে পাঠ গ্রহণ বা শিখন। বস্তুত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান ও কুশলতার পারস্পরিক সফল বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে শেখা ও শেখানোর প্রকৃত ভিত্তি গড়ে ওঠে। বলা বাহুল্য যে, এই ভিত নির্মাণের যিনি প্রধান স্থপতি তিনি শিক্ষক। শেখানোর কাজে সফলতার মধ্য দিয়েই সার্থক শিক্ষক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব নিরূপিত হয়। এজন্য তাঁর প্রয়োজনীয় নিষ্ঠা ও সযত্ন প্রস্তুতি প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে নবনব গবেষণা এবং চিন্তা চেতনার ফলে পাঠদান পদ্ধতিতে নতুনতর ক্রিয়া প্রক্রিয়ার সংযোজন ঘটছে।

গতানুগতিক পন্থায় পাঠদান বলতে শ্রেণী শিক্ষাদান বা class teaching বঝায়। যার প্রধান অবলম্বন নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক। শিক্ষকের কর্তব্য ছাত্রকে পাঠ্য পুস্তকটির বিষয়বস্তু আয়ত্তে যথাযথ সাহায্য করা।

বলা বহুল্য, শিক্ষকের কাজ যাদের নিয়ে, তারা হচ্ছে জীবন্ত উপাদান। শিশু বা কিশোরদের নিজস্ব ইচ্ছা, অনিচ্ছা, রুচি, অভিরুচি, মেধা, প্রবণতা স্বতন্ত্র। সুতরাং পাঠ্যপুস্তক একটি হলেও পাঠদানে নানারূপ বৈচিত্র্য বিধান না করলে প্রতিটি ছাত্রের মন ও মানসিকতার বিকাশ ও প্রকাশ সার্থক হবে না। পাঠ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে শিক্ষক পাঠদানের পূর্বে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করে শ্রেণী পাঠনায় ব্রতী হবেন। অপ্রস্তুত অবস্থায় কখনই তিনি পাঠদানে ব্রতী হবেন না।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- পাঠ পরিকল্পনার সংজ্ঞা ও শর্তসমূহ বলতে পারবেন।
- পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশল বর্ণনাকরতে সমর্থ হবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-১: পাঠ পরিকল্পনার সংজ্ঞা ও শর্তসমূহ

শিক্ষা আজ আর গতানুগতিক পথে চলে না। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ শিক্ষাকে তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও বিজ্ঞানের দৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ফলে, নতুন শিক্ষাদান পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে পদ্ধতি বিজ্ঞান (Methodology)। প্রচলিত শিক্ষা শ্রেণী পাঠন (Class teaching) ব্যবস্থা অনুযায়ী পরিকল্পিত হয়েছে। শ্রেণীশিক্ষাকে সার্থকতামন্ডিত করতে হলে প্রতিটি শ্রেণীর প্রতিটি পিরিয়ড এর জন্য পাঠ পরিকল্পনা (Lesson plan) ও পাঠটীকা (lesson note) প্রণয়ন প্রয়োজন। সম্পূর্ণরূপে পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠদান করতে হবে। শিক্ষক সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে শ্রেণীকক্ষে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী পাঠদান করবেন। তিনি কী পড়াবেন, কীভাবে পড়াবেন, কোন পদ্ধতি অনুযায়ী পড়াবেন, তা আগে থেকেই স্থির করতে হবে। দৈনন্দিন শ্রেণী শিক্ষা পরিচলানার জন্য এই যে প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা, এরই লিখিত বৈজ্ঞানিক রূপকে বলা হয় পাঠটীকা বা পাঠ পরিকল্পনা।

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, এবার আমরা পাঠটীকা প্রণয়নের শর্ত সমূহ নিচের ছকে লিখি:

ক্রম.	শর্তসমূহ
০১	
০২	
০৩	
০৪	
০৫	
০৬	
০৭	

পর্ব-২: পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

পাঠদান একটি অত্যন্ত জটিল ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ। প্রচলিত শ্রেণীশিক্ষায় পাঠটীকার প্রয়োজন আছে। কারণ পাঠ-পরিকল্পনা না করলে পাঠদান লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। শ্রেণীশিক্ষাকে ত্রুটিমুক্ত করতেও পাঠটীকার প্রয়োজন আছে। যথাযথ পাঠ-পরিকল্পনা শিক্ষককে পাঠদানে সহায়তা প্রদান করে এবং প্রয়োজনীয় কৌশল অবলম্বনে দক্ষতা বৃদ্ধি করে। শ্রেণীকে মনোযোগী, সক্রিয় ও সৃশৃঙ্খল করে গড়ে তোলার জন্যও পাঠ-পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। সুচিন্তিত পাঠ-পরিকল্পনা শিক্ষক

ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্যই পাঠকে আনন্দদায়ক ও বৈচিত্র্যময় করে তোলে। পাঠটীকার মাধ্যমে পরিকল্পনা অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া যায়। শিক্ষকের প্রস্তুতির জন্য পাঠটীকার প্রয়োজন। শ্রেণী পরিচালনা ও শিক্ষাদান কার্য সুসম্পন্ন করতে শিক্ষকের পাঠটীকার প্রয়োজন। পাঠটীকা বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের অনুযায়ী হয়। কাজেই পাঠটীকার মাধ্যমে শিক্ষা দিলে শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়। সুতরাং পাঠটীকা হবে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা ও মান অনুযায়ী। শিক্ষার্থীদের বয়স, বুদ্ধি, পূর্বজ্ঞান, শিক্ষাগত অগ্রগতি, গ্রহণ ক্ষমতা প্রভৃতি বিচার করে তাদের উপযোগী করে পাঠটীকা রচনা করা হয়। প্রত্যেকটি পিরিয়ত এর সীমিত সময়ের প্রাপ্তিকালের মধ্যে পাঠদান যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হলে পাঠটীকার প্রয়োজন। শিক্ষাদানকে কিভাবে সরল ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, তা টাঠটীকা প্রণয়নের সময় বিচার করা হয়। শ্রেণীশিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠটীকার গুরুত্ব তাই অনস্বীকার্য।

বন্ধুরা, এখন আমরা নিচের চিত্রে পাঠটীকার প্রয়োজনীয়তাগুলো লিখি:

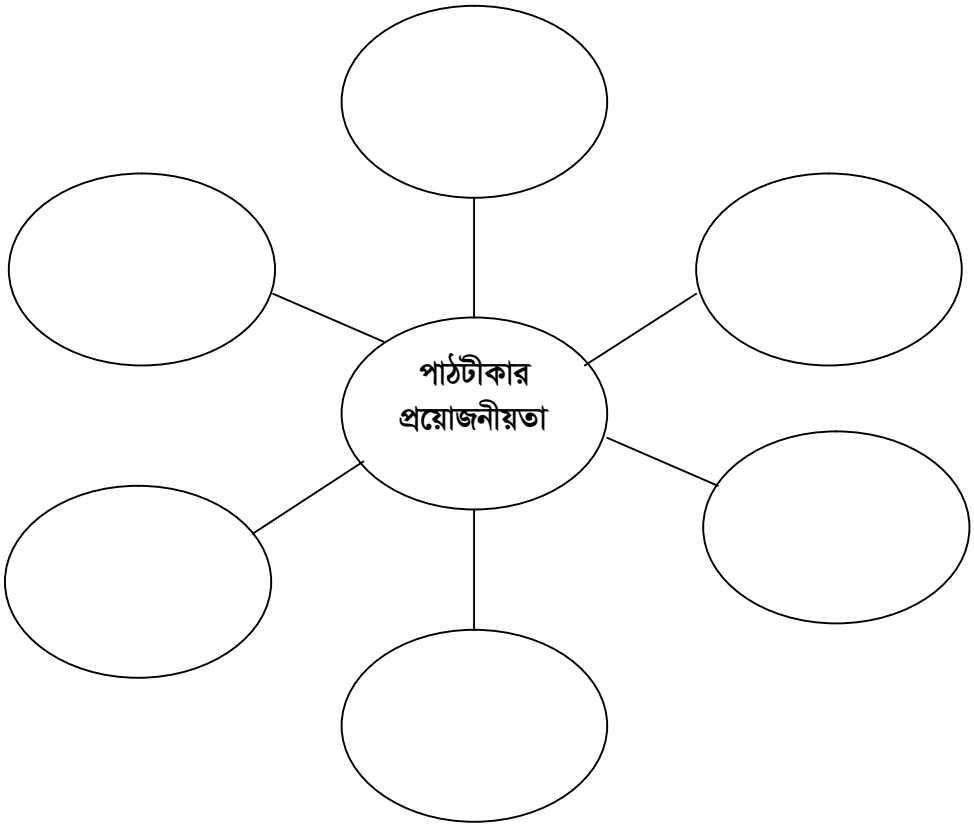

পর্ব-৩: পাঠটীকা প্রণয়নের কৌশল

আমরা যে পাঠটীকা ব্যবহার করি তা মুলতঃ জার্মান শিক্ষাবিদ দার্শনিক হার্বার্টের (Johann Freidrich Herbart, 1776-1841) মতবাদ ভিত্তিক পাঠ-পরিকল্পনা। হার্বার্ট একাধারে দার্শনিক এবং শিক্ষাবিদ বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন যে, পাঠদান এবং পাঠগ্রহণে শিক্ষক এবং ছাত্রদের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রথমত মানসিক পরিবেশের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। তিনি পাঠদান ও গ্রহণের একটি মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি প্রবর্তনে সচেষ্ট হন। পাঠ্যবিষয় শিক্ষাক্রমে ছাত্রকে আগ্রহের মাধ্যমে অনুরাগী করে তোলা তথা অধীত বিষয়কে তাৎপর্যপূর্ণ করে ছাত্রের চিত্তে পাঠের মূল উপজীব্য সঞ্চারিত করে দেওয়াই পাঠ শিক্ষাদানের মূল লক্ষ্য বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

বন্ধুরা আসুন, আমরা নিচের ছকে হার্বার্টের পঞ্চ সোপানের নাম গুলো লিখি

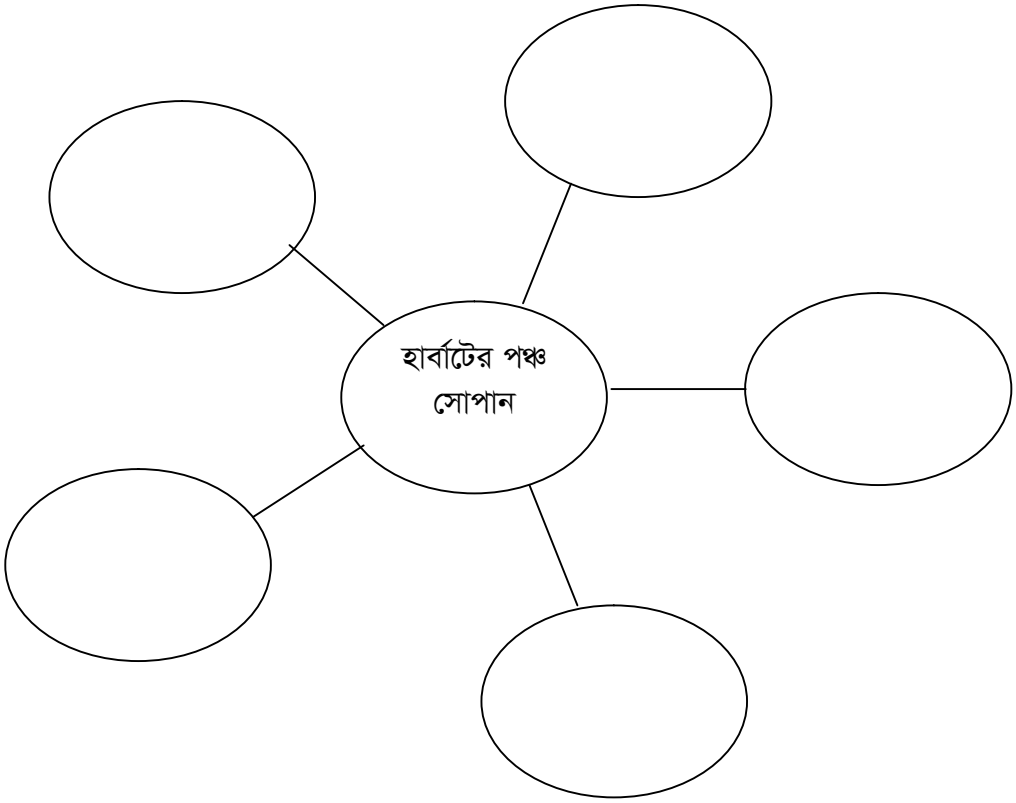

ইউনিট-৩ **অধিবেশন-১৭**

মূল শিখনীয় বিষয়

পাঠটীকা প্রণয়ন কৌশল

শিক্ষা আজ আর গতানুগতিক পথে চলে না। বিভিন্ন শি্ক্ষাবিদ শিক্ষাকে তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও বিজ্ঞানের দৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ফলে, নতুন শিক্ষাদান পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে পদ্ধতি বিজ্ঞান (Methodology)। প্রচলিত শিক্ষা শ্রেণী পাঠন (Class teaching) ব্যবস্থা অনুযায়ী পরিকল্পিত হয়েছে। শ্রেণীশিক্ষাকে সার্থকতামন্ডিত করতে হলে প্রতিটি শ্রেণীর প্রতিটি পিরিয়ড এর জন্য পাঠ পরিকল্পনা (Lesson plan) ও পাঠটীকা (lesson note)প্রণয়ন প্রয়োজন। সম্পূর্ণরূপে পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠদান করতে হবে। শিক্ষক সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে শ্রেণীকক্ষে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী পাঠদান করবেন। তিনি কী পড়াবেন, কীভাবে পড়াবেন, কোন পদ্ধতি অনুযায়ী পড়াবেন, তা আগে থেকেই স্থির করতে হবে। দৈনন্দিন শ্রেণী শিক্ষা পরিচলানার জন্য এই যে প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা, এরই লিখিত বৈজ্ঞানিক রূপকে বলা হয় পাঠটীকা বা পাঠ পরিকল্পনা। একটি সুনির্দিষ্ট ছকে পরিকল্পনা করে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের জন্য প্রস্তুত হবেন।

একটি নির্দিষ্ট বিষয় শিক্ষাদানকে সার্থক বা ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য শিক্ষককে আগে থেকেই কিছু চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন। একে পাঠ পরিকল্পনার পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এ শর্তগুলো নিম্নরূপ:

১. নির্দিষ্ট পাঠের যে বিশেষ অংশটি পড়াবেন তা নির্বাচন করবেন।
২. নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জনের জন্য নির্ধারিত অংশটি কয়েকবার পড়ে নেবেন।
৩. নির্ধারিত বিষয়টি শেখানোর উদ্দেশ্যগুলো চিহ্নিত করবেন।
৪. পাঠের বিশেষ বিশেষ অংশের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করবেন।
৫. পাঠকে কার্যকর ও বৈচিত্র্যময় করে তোলার জন্য প্রাসঙ্গিক সহায়ক উপকরণ নির্বাচন করবেন। এ কাজটি অত্যন্ত সুচিন্তিত হওয়া প্রয়োজন।
৬. পাঠদানের আধুনিক পদ্ধতিগুলো সম্বন্ধে অবহিত হবেন এবং শিক্ষার্থীদের বয়স ও মানসিক সামর্থ্য বিবেচনা করে সর্বাপেক্ষা উপযোগী পদ্ধতিটি অনুসরণ করবেন।
৭. পদ্ধতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাঠ পরিবেশনা, অনুশীলন এবং মূল্যায়নের কৌশলগুলো সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন।
৮. পাঠ পরিকল্পনা শ্রেণী উপযোগী হবে।
৯. সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

১০. পাঠ পরিকল্পনা হবে অংশগ্রহণমূলক; অর্থাৎ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রতিফলন থাকবে।
১১. জীবনমুখী ও বাস্তবধর্মী শিক্ষার কথাও পাঠটীকা প্রণয়নের সময় বিবেচনা করতে হবে।

যে সকল কারণে শিক্ষককে পাঠটীকা প্রণয়ন করতে হবে, সেগুলো হচ্ছে-

১. পাঠদান একটি সম্পূর্ণ মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বলে একে বিশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপন করা চলে না। এজন্য একটি সুচিন্তিত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন।
২. শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন গবেষণা এবং চিন্তা-চেতনার ফলে পাঠদান পদ্ধতিতে নতুনতর ভাবধারার সংযোজন ঘটেছে।
৩. পাঠটীকার মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।
৪. পাঠটীকা পাঠের গতিকে স্বচ্ছন্দ করে, শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতাকে উদ্দীপ্ত করে।
৫. পাঠটীকার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে পাঠদান শেষ করা যায়।
৬. পাঠটীকা শিক্ষককে সৃজনশীল তৎপরতায় উজ্জীবিত করে। তিনি পদ্ধতিগত দিক থেকে নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করতে পারেন।
৭. পাঠটীকা শিক্ষককে অধিক পাঠে এবং বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে সাহায্য করে।
৮. পাঠটীকার মাধ্যমে শিক্ষক মূল্যায়নের বিভিন্ন দিকগুলো নির্ধারণ করতে পারেন।
৯. পাঠটীকার মাধ্যমে শিক্ষক নির্দিষ্ট পাঠের উদ্দেশ্যের নিরিখে পাঠদানকে পরিচালনা করতে পারেন।

হার্বার্টের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুসারে শিক্ষা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরগুলো হচ্ছেঃ

১. সুস্পষ্টতা (Clearness)
২. সংযোগ (Association)
৩. শ্রেণীভুক্তকরণ (Classification or Systematiosation)
৪. প্রয়োগ পদ্ধতি (Method)

হার্বার্টের শিক্ষাতত্ত্বের এই চারটি স্তরকে তাঁর অনুগামীরা কিছুটা পরিবর্তিত করে পাঁচটি সোপানে দাঁড় করান। সুস্পষ্টতা (Clearness) স্তরটি শিক্ষা ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই স্তরটিকে ভেঙ্গে আয়োজন (Preparation) ও উপস্থাপন (Presentation) এই দুটি অংশে ভাগ করেন। হার্বার্টের শিক্ষাতত্ত্বকে অনুসরণ করে তাঁর অনুগামীরা পঞ্চসোপান শিক্ষাপদ্ধতির (Five Format Steps of Instruction) সৃষ্টি করেন। পাঁচটি সোপান বা স্তর হলো ঃ

১. প্রস্তুতি বা আয়োজন
২. উপস্থাপন
৩. তুলনা
৪. সূত্রগঠন
৫. প্রয়োগ ও অভিযোজন

হার্বার্টের নির্দেশিত আদর্শ অনুযায়ী বর্তমানে পাঁচটি সোপানকে সংক্ষিপ্ত করে তিনটি সোপানে পরিবর্তিত করে পাঠটীকা করা হয়। এই সোপান তিনটি হলো:

১. আয়োজন
২. উপস্থাপন
৩. অভিযোজন

হার্বার্টের পঞ্চসোপানের তুলনা, সুত্রগঠন-এই দুটি সোপানকে উপস্থাপন পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শ্রেণী উপযুক্ত করে পাঠটীকা রচনা করতে হবে। পাঠটীকা রচনার সময় শিক্ষার্থীদের সামাজিক, প্রক্ষোভিক ও যৌক্তিক বিকাশের স্তর বা পর্যায়ের কথা সবসময় মনে রাখতে হবে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন অবদান, মনীষীদের বিভিন্ন বক্তব্য, ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা পাঠটীকা রচনাকালে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত হবে। শিক্ষাদানের বিভিন্ন পিরিয়ড এর ব্যাপ্তিকাল বিভিন্ন ধরনের থাকে। তাই পাঠটীকা রচনার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, শিক্ষাদানের জন্য কতখানি সময় পাওয়া যাবে। কোন ঋতুতে পাঠদান করা হচ্ছে, সে কথাও পাঠটীকা তৈরির সময় মনে রাখতে হবে। কারণ গ্রীষ্মকালে শিক্ষার্থীদের পাঠগ্রহণে ক্লান্তি কম সময়ে আসে। কোথায় কোন শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হবে তা নির্দেশিত থাকবে। বিভিন্ন প্রশ্ন, বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার, উদাহরণ ইত্যাদি কোথায় কী ব্যবহৃত হবে তা পাঠটীকায় স্থান পাবে। শিক্ষার্থীকে পাঠগ্রহণে কতখানি সক্রিয় করা যায় তার প্রতিফলন পাঠটীকায় পড়বে। জীবনমুখী ও বাস্তবধর্মী শিক্ষার কথাও পাঠটীকা রচনার সময় বিচার বিবেচনা করতে হবে। পাঠটীকার স্তরগুলি হলো উদ্দেশ্য, উপকরণ, আয়োজন বা প্রস্তুতি, পাঠ ঘোষণা, উপস্থাপন, অভিযোজন ও বাড়ির কাজ।

মূল্যায়নঃ

১. পাঠটীকার সংজ্ঞা দিন। পাঠদানের ক্ষেত্রে পাঠটীকার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
২. পাঠটীকা প্রণয়নের শর্তসমূহের বিবরণ দিন। শর্তসমূহ পালন করা না হলে কী ক্ষতি হতে পারে লিখুন।
৩. হার্বার্টের পঞ্চসোপান শিক্ষাদান ক্ষেত্রে এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? সোপানে ব্যবহৃত বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা দিন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-১

১. নির্দিষ্ট পাঠের যে বিশেষ অংশটি পড়াবেন তা নির্বাচন করবেন।
২. নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জনের জন্য নির্ধারিত অংশটি কয়েকবার পড়ে নেবেন।
৩. নির্ধারিত বিষয়টি শেখানোর উদ্দেশ্যগুলো চিহ্নিত করবেন।
৪. পাঠের বিশেষ বিশেষ অংশের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করবেন।
৫. পাঠকে কার্যকর ও বৈচিত্র্যময় করে তোলার জন্য প্রাসঙ্গিক সহায়ক উপকরণ নির্বাচন করবেন। এ কাজটি অত্যন্ত সুচিন্তিত হওয়া প্রয়োজন।
৬. পাঠদানের আধুনিক পদ্ধতিগুলো সম্বন্ধে অবহিত হবেন এবং শিক্ষার্থীদের বয়স ও মানসিক সামর্থ্য বিবেচনা করে সর্বাপেক্ষা উপযোগী পদ্ধতিটি অনুসরণ করবেন।
৭. পদ্ধতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাঠ পরিবেশনা, অনুশীলন এবং মূল্যায়নের কৌশলগুলো সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন।

পর্ব- ২

১. পাঠদান একটি সম্পূর্ণ মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বলে একে বিশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপন করা চলে না। এজন্য একটি সুচিন্তিত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন।
২. শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন গবেষণা এবং চিন্তা-চেতনার ফলে পাঠদান পদ্ধতিতে নতুনতর ভাবধারার সংযোজন ঘটেছে।
৩. পাঠটীকার মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।
৪. পাঠটীকা পাঠের গতিকে স্বচ্ছন্দ করে, শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতাকে উদ্দীপ্ত করে।
৫. পাঠটীকার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পাঠদান শেষ করা যায়।
৬. পাঠটীকা শিক্ষককে সৃজনশীল তৎপরতার উজ্জীবিত করে। তিনি পদ্ধতিগত দিক থেকে নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করতে পারেন।

পর্ব- ৩

১. প্রস্তুতি বা আয়োজন
২. উপস্থাপন
৩. তুলনা
৪. সূত্রগঠন
৫. প্রয়োগ ও অভিযোজন

ইউনিট-৩ **অধিবেশন-১৮**

ফলাবর্তন অনুযায়ী অনুশিক্ষণ ও ছদ্মশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন

শ্রেণীকক্ষে সফল পাঠদান অত্যন্ত কঠিন একটি শিল্পকর্ম। পাঠদানের পদ্ধতি ও কৌশলগুলো যদি শিক্ষক ভালভাবে আত্মস্থ করতে পারেন এবং শ্রেণীকক্ষে এর সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পারেন তবেই পাঠদান শিল্পিত হয়ে ওঠে। আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে ফলপ্রসূ ও কার্যকর পাঠদানের মাধ্যম হিসেবে অনুশিক্ষণ ও (Micro-Teaching) ছদ্ম শিক্ষণ (Simulation) এর বহুল ব্যবহার হচ্ছে। অনুশিক্ষণ (Micro-Teaching) এ শিক্ষণের সবগুলো কৌশল একবারে আয়ত্ব না করে অনুশীলনের মাধ্যমে মাত্র একটি করে কৌশল একবারে আয়ত্ত করতে হয়। আর ছদ্মশিক্ষণ হচ্ছে কৃত্রিম পরিবেশে বাস্তব অবস্থার কাছাকাছি পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা। পাঠদানের এ কৌশল দু'টিই আধুনিক ও ফলপ্রসূ কৌশল হিসেবে ইতোমধ্যে বেশ সাড়া জাগিয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- অনুশিক্ষণ ও ছদ্মশিক্ষণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পাঠ পরিকল্পনার উন্নয়নে অনুশিক্ষণ ও ছদ্ম শিক্ষণের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- অনুশিক্ষণ ও ছদ্মশিক্ষণের সম্পর্ক/পার্থক্য নিরূপণ করতে সমর্থ হবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-১: অনুশিক্ষণ ও ছদ্ম শিক্ষণের স্বরূপ

অনুশিক্ষণ বা মাইক্রোটিচিং হচ্ছে দক্ষতা ভিত্তিক এক ধরনের প্রশিক্ষণ কৌশল। গ্রীক শব্দ Mikros থেকে Micro শব্দটির উদ্ভব এর অর্থ হল খুব ছোট। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এর ব্যবহারের যৌক্তিক কারণ হল সবগুলো কৌশল একবারে আয়ত্ত না করে অনুশীলনের মাধ্যমে মাত্র একটি করে কৌশল আয়ত্ত করা। আর ছদ্ম শিক্ষণ হচ্ছে বাস্তব অবস্থার কাছাকাছি একটি কৃত্রিম পরিবেশে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা। এটি এক ধরনের ভূমিকাভিনয়।

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসুন এখন আমরা অনুশিক্ষণ ও ছদ্মশিক্ষণের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করি।

অনুশিক্ষণ ও ছদ্ম শিক্ষণের স্বরূপ			
	অনুশিক্ষণ		ছদ্ম শিক্ষণ
১।			১।
২।			২।
৩।			৩।
৪।			৪।
৫।			৫।
৬।			৬।

পর্ব-২: পাঠ-পরিকল্পনা উন্নয়নে অনুশিক্ষণ ও ছদ্ম শিক্ষণের ভুমিকা

পাঠ পরিকল্পনা উন্নয়নে অনুশিক্ষণ ও ছদ্ম শিক্ষণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রচেষ্টা ও ভুল পদ্ধতি অবলম্বনে একটি করে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের শিক্ষা দেয়াই হল অনুশিক্ষণের প্রধান কাজ। এটি সুনিয়ন্ত্রিত ও সংশোধন যোগ্য। এতে উদ্দীপনার বৈচিত্র্য, বলবৃদ্ধি, প্রশ্নকরণের দ্রুততাসহ নানা কৌশল ব্যবহৃত হয়। পাঠপরিকল্পনার ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধনের সুযোগ এতে থাকে। ছদ্মশিক্ষণের ক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়। একজন প্রশিক্ষাণার্থী শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন এবং ২/৩ জন পর্যবেক্ষক হয়ে তাঁর কাজটি মূল্যায়ন করবেন। অন্য প্রশিক্ষণার্থীরা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ভূমিকা পালন করবেন। পাঠদান শেষে ফিডব্যাকের মাধ্যমে পাঠের ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধান করা হয়।

ক. আসুন বন্ধুরা, আমরা মাইন্ড ম্যাপিং এর মাধ্যমে অনুশিক্ষণের বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করি-

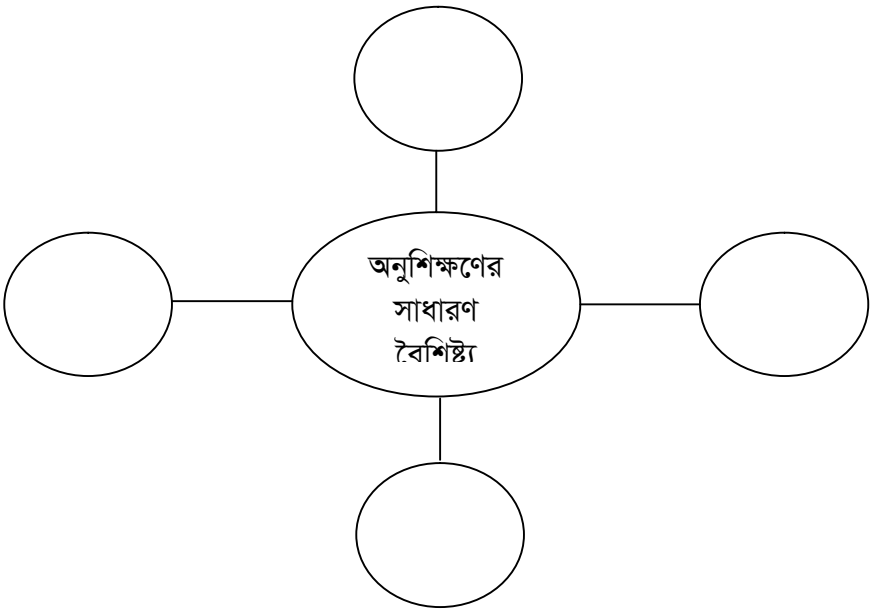

খ. আসুন, ছদ্ম শিক্ষণের বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে লিখি:

০১	
০২	
০৩	
০৪	
০৫	
০৬	
০৭	
০৮	

গ.এবার আসুন, অণুশিক্ষণের কৌশলগুলো লিখি:

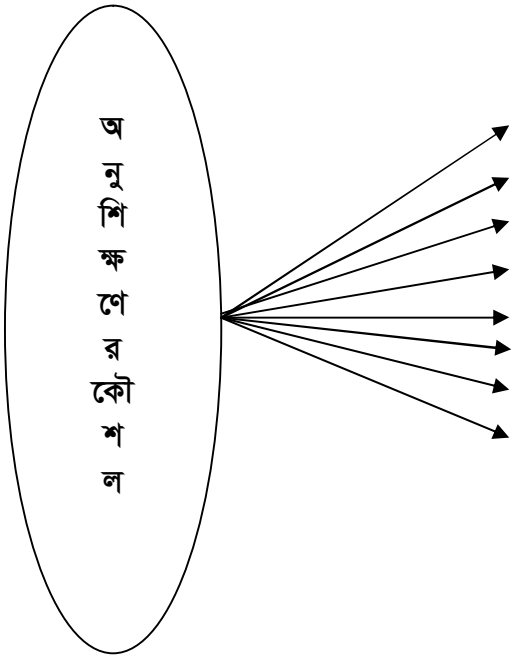

পর্ব-৩: অনুশিক্ষণ ও ছদ্মশিক্ষণের সম্পর্ক

গুণগত মান সম্পন্ন শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজন দক্ষ ও চৌকস শিক্ষক। আর দক্ষতা অর্জন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অনুশিক্ষণ (Microteaching) প্রক্রিয়ায় শিক্ষকতার দক্ষতা বৃদ্ধিতে ফলপ্রসূ অবদান রাখে। এটি একটি বিজ্ঞান সম্মত ও আধুনিক পদ্ধতি। এতে সমগ্রপাঠকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে নেয়া হয় এবং এক একটি অংশ আয়ত্ব করা হয়। ছদ্ম শিক্ষণও শিক্ষকের

দক্ষতা অর্জনের আরেকটি আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি। এতে সমগ্র পাঠটি উপস্থাপন করা হয়। এটি কৃত্রিম পরিবেশে ভুমিকাভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।

আসুন বন্ধুরা, আমরা এখন অনুশিক্ষণ ও ছদ্মশিক্ষণের সম্পর্ক নির্ণয়ে নিচের ঘরগুলো পূরণ করি।

ক.

ক্রম.	অনুশিক্ষণ	ক্রম	ছদ্মশিক্ষণ
১		১	
২		২	
৩		৩	
৪		৪	
৫		৫	

ইউনিট-৩ **অধিবেশন-১৮**

মূল শিখনীয় বিষয়

ফলাবর্তন অনুযায়ী অনুশিক্ষণ ও ছদ্মশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন

মাইক্রোটিচিং কি?

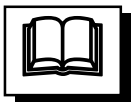

মাইক্রোটিচিং বা অনুশিক্ষণ হচ্ছে দক্ষতা ভিত্তিক এক ধরনের প্রশিক্ষণ কৌশল। Micro শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ Mikros থেকে এর অর্থ হল খুব ছোট এবং Teaching অর্থ শিক্ষাদান। পাঠের ক্ষুদ্রতম বা মৌলিক বিষয় নিয়ে চর্চা করা বা Practice করাই হচ্ছে Micro-Teaching।

শিক্ষণের সবগুলো কৌশল একবারে আয়ত্ব না করে অনুশীলনের মাধ্যমে মাত্র একটি করে কৌশল একবারে আয়ত্ত করতে হয়। সমগ্র শিক্ষণ ব্যবস্থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক ভাবে অনুশীলন করাই মাইক্রোটিচিং। সুতরাং মাইক্রোটিচিং এমন এক ধরনের নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট শিক্ষণ দক্ষতা বারবার অনুশীলন করে আয়ত্ত করতে হয়।

Mc Knight এর মতে, মাইক্রোটিচিং হচ্ছে, এমন এক শিক্ষণ কৌশল যার মাধ্যমে বার বার অনুশীলনের দ্বারা নতুন শিক্ষণ-দক্ষতা আয়ত্ত এবং পুরাতন দক্ষতাকে উন্নততর করা হয়।

Allen and Eve. 68 এর মতে, A system of controlled practice that makeks it possible to be concentrated on teaching behaviour and to practice teaching under controlled conditions.

আরও বলা হয়েছে It is a dramatic technique. Micro-teaching focuses its concentration on a specific teaching technique.

মাইক্রোটিচিং আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের একটা উল্লেখযোগ্য আবিস্কার। শিক্ষাদান বিশেষ করে প্রশিক্ষণরত ভাবী শিক্ষকদের শ্রেণী শিক্ষাদান বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য এ কৌশল একটা সাফল্যজনক উপায়।

'প্রচেষ্টা ও ভুল' এই পদ্ধতির অবলম্বনে একটি একটি করে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের শিক্ষা দেওয়াই হল মাইক্রোটিচিং এর প্রধান কাজ। আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীরা যেমন আচরণকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে তার ক্ষুদ্রতম অংশগুলো ধরে সমগ্র আচরণ বিশ্লেষণ করেন তেমনি শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকেও আচরণবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র পাঠদানকে ভেঙ্গে বিশ্লেষণ করে শিক্ষা দেওয়াই হল মাইক্রোটিচিং।

John-Brook and Spelman (1973) বলেন, The name micro-teaching was adopted for this type of teaching practice for student teachers because the technique involves a scaling-down of as many elements as possible in each practice lesson.

ঐতিহাসিক পটভূমি

আমেরিকার ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ষাটের দশকের প্রথম দিকে মাইক্রোটিচিং শুরু হয় (Allen and Ryan, 1969)। সে সময় এ প্রক্রিয়াকে মোটামুটি দুটি স্তরে ভাগ কর হত।

Plan ⟶ Teach ⟶ Observe

Replan ⟶ Reteach ⟶ Re Observe.

অর্থাৎ শিক্ষক পাঠদানের জন্য বিষয়ের কোন একটি অংশ বেছে নিয়ে তার জন্য প্রয়োজনীয় পাঠটীকা প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী শ্রেণীতে পাঠদান করবেন। তার পাঠদান টেলিভিশন ক্যামেরায় রেকর্ড করে সেই শিক্ষককে দেখানো হবে। তিন পর্যায়ে শিক্ষকের কর্মতৎপরতা বিশ্লেষণ করে আবার এই তিনটি স্তরের পুনরাবৃত্তি করা হয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের এক একটি মৌলিক দক্ষতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যেমন পাঠদান আরম্ভ এবং সম্পাদন, সার্থক প্রশ্নকরণ, reinforching, শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত ১৪টি কৌশল নিম্নরূপ:

(১) উদ্দীপনার তারতম্য (Stimulus Variation of a lesson)
(২) পাঠ প্রস্তুতি (Introducing a lesson)
(৩) সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রশ্ন (Probing question)
(৪) বলবৃদ্ধি (Reinforcement)
(৫) প্রশ্নকরণে দ্রুততা (Fluency in questioning)
(৬) উচ্চ মানের প্রশ্নের ব্যবহার (Use of higher order question)
(৭) বিভিন্নমুখী প্রশ্ন (Divergent question)
(৮) সমাপ্তিকরণ পদ্ধতি (Closure)
(৯) শিক্ষকের নীরবতা ও ভাষাহীন ইঙ্গিত (Teachers silence and non-verbal cuse)
(১০) মনোযোগী আচরণের স্বীকৃতি (Recognizing attending behaviour)
(১১) বিশদকরণ ও উদাহরণ ব্যবহার (Illustrating and use of examples)
(১২) বক্তৃতা দেয়ার ভঙ্গি (Lecturing)
(১৩) পরিকল্পিত পুণরুক্তি (Planned repitation)
(১৪) সংযোগের সম্পূর্ণতাসাধন (Complements of communication)

এরপর ক্যালিফোর্নিয়ার ফার ওয়েষ্ট লাইব্রেরীতে আরও চারটি দক্ষতাসহ মোট ১৮টি দক্ষতা তালিকাভুক্ত করা হয়। সেগুলি হল-

(১৫) শ্রবণ দর্শন উপকরণ ব্যবহার (Using Audio visual aids)
(১৬) শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের প্রাণবন্ততা (Teacher liveliness in the classroom)
(১৭) দলগত আলোচনার উৎসাহব্যঞ্জক ইঙ্গিত (Prompting group discussion)
(১৮) শিক্ষকের ব্যাখ্যা (Teacher`s explanation)

দৈনিক রুটিনের নমুনা

Plan	Teach	View
Review	Reteach	Replan

শিক্ষণ দক্ষতা আয়ত্তের কৌশল

নিম্নে কয়েকটি দক্ষতা আয়ত্তের কৌশল বর্ণনা করা হলো-

১। প্রশ্ন করার কৌশল ঃ সাধারণ মুখস্থ ধরনের প্রশ্ন দ্রুততার সাথে করা যায়। কিন্তু কঠিন প্রশ্ন করতে হলে প্রথমে একটু বিরতি দিয়ে ধীরে ধীরে স্পষ্ট স্বরে প্রশ্নটি করে শিক্ষার্থীদের চিন্তা করার সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন উপস্থাপন করতে হবে। প্রশ্নের ভাষা হবে সহজ।

২। পাঠ ঘোষণা করার কৌশলঃ শ্রেণীকক্ষে ঢুকেই শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন না। প্রথমে উৎসাহ সঞ্চারের চেষ্টা করবেন, তারপর জানা থেকে অজানা জ্ঞানের সূত্র ধরে পাঠ ঘোষণা করবেন।

৩। উপকরণ ব্যবহারের কৌশল ঃ শিক্ষক উপকরণগুলো টেবিলের উপর রেখে দেবেন না। উপকরণগুলো টেবিলের ড্রয়ারে অথবা একটু আড়ালে রেখে দেবেন। শিক্ষণের সময় যখন যেটি প্রয়োজন হয় সেটি প্রদর্শন করবেন, কাজ শেষ হলে ড্রয়ারে রেখে দেবেন। একটি ক্লাসে অহেতুক অনেকগুলো উপকরণ প্রদর্শন করা যাবেনা। পাঠের সাথে সম্পর্কহীন উপকরণ প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই।

৪। সঠিক উত্তরদাতাকে উৎসাহ দানের কৌশল ঃ সঠিক উত্তর প্রদানকারীকে উৎসাহিত করতে হবে। ভুল উত্তর প্রদানকারীকে উৎসাহিত না করে সহজ ভঙ্গিতে সঠিক উত্তরটি জানিয়ে দিন। তারপর তাকে একটি সহজ প্রশ্ন করুন। এবার উত্তর সঠিক হলে তাকে দু'একটি কথা

বলে উৎসাহিত করুন। উত্তর ভুল হলে বা উত্তর দিতে না পারলে কখনো নিরুৎসাহিত করবেন না।

৫। বোর্ড ব্যবহারের কৌশল ঃ পাঠদানের সময় ব্ল্যাকবোর্ড বা হোয়াইট বোর্ডে লিখলেই বোর্ড ব্যবহার হয় না। বোর্ড ব্যবহারেরও নিয়ম আছে যেমন বোর্ডে লিখতে হবে বড় করে যাতে শেষ বেঞ্চের শিক্ষার্থী পর্যন্ত তা দেখতে পায়। বোর্ডে লেখার সময় শিক্ষককে এক সাইড হয়ে দাঁড়িয়ে লিখতে হবে। প্রতিটি শব্দ লেখার সাথে সাথে সুউচ্চ কণ্ঠে তা বলতে হবে।

৬। উদ্দীপকের তারতম্য (Stimulus variation) ঃ পাঠদানের সময় উদ্দীপকের তারতম্য ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বা দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। যেমন কণ্ঠস্বরের উঠা নামা। একটা শব্দ বা লাইন জোর দিয়ে বলা, বোর্ডে যেয়ে একটা শব্দ বা লাইনের নীচে আন্ডার লাইন করে উদ্দীপকের তারতম্য ঘটানো যায়। তবে One technique can not be isolated from other. একটা দক্ষতা বা কৌশল অন্য কৌশল থেকে আলাদা করা যায় না।

মাইক্রোটিচিং এর ৫টি পর্যায়

(১) ৫ থেকে ১০ জনের ছোট একটি দলের সামনে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক পাঠের একটি খন্ডাংশ উপস্থাপন করবেন এখানে একজন সঙ্গী শিক্ষার্থী ভূমিকা অভিনয়ের মাধ্যমে কাজ করবেন। ৫ থেকে ৬ মিনিট সময়কালের মধ্যে প্রশিক্ষণার্থী শুধু একটি বা দুটি বিশেষ দক্ষতা সার্থকভাবে ব্যবহার করে আয়ত্ত করতে সচেষ্ট হবেন।

(২) শিক্ষকের কার্যাবলি মূল্যায়নের জন্য Video টেপ ব্যবহার করা হয়। পাঠদানের পর কক্ষে গিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী তা পর্যবেক্ষণ করবেন, এবং পাঠদান কৌশলগতভাবে কতটুকু সার্থক হয়েছে তা পর্যালোচনা করেন।

(৩) এ পর্বে পাঠের আলোচনা বা Feed back এর আলোকে শিক্ষক তার পাঠ পুনগর্ঠন করেন। এ পর্যায়কে replan session বলা হয়।

(৪) এ পর্বে পুনঃপাঠ বা reteach session সাধারণত ভিন্ন আরেক দল শিক্ষার্থীর সামনে শিক্ষক পুনগর্ঠিত পাঠই উপস্থাপন করে থাকেন। এ পর্বেও পর্যবেক্ষক থাকেন এবং Video ক্যামেরা ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৫) এখানে পাঠের Teach এর তুলনায় পুনর্পাঠ বা re-teach কতখানি সার্থক হয়েছে তা পুনরালোচিত হয়।

মাইক্রোটিচিং এর সুবিধা

১। অনুশিক্ষণ একটি স্বশিক্ষণ কৌশল। প্রশিক্ষণার্থী পাঠদানের ক্ষেত্রে নিজের দোষ ত্রুটি সম্পর্কে সমালোচনার সম্মুখীন হয়। VCR এর মাধ্যমে তা পর্যবেক্ষণ করতে পারে। পরে এ পদ্ধতিতে আর অনুশীলনের মাধ্যমে দোষ ত্রুটি সংশোধন ও পরিমার্জনের সুযোগ পায়।

২। শ্রেণীকক্ষে একটি বা দুটি কৌশলকে অবলম্বন করে শিক্ষকের পাঠদান কার্যাবলি আবর্তিত হয় বলে শিক্ষকের নিজের কার্যাবলি ও আচরণের উন্নতিসাধন সহজ, পরিচ্ছন্ন ও বোধগম্য হয়ে উঠে।

৩। মাইক্রোটিচিং এ আর অনুশীলন ও প্রত্যয় গঠনের সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

মাইক্রোটিচিং এর অসুবিধা

১। Micro-teaching আপাতত একটি ব্যয়বহুল পাঠদান কৌশল। আমাদের দেশে এ কৌশলের ব্যাপক ব্যবহার সহজ সাধ্য নয়।

২। আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দক্ষতা সম্পন্ন অতিরিক্ত লোকের প্রয়োজন।

মাইক্রোটিচিং এর গুরুত্ব

মাইক্রোটিচিং প্রক্রিয়ায় শিক্ষকতার দক্ষতা বৃদ্ধিতে যদিও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি (যেমন Video camera, VCR) এর প্রয়োজন এবং অনেক বেশি সময় প্রয়োজন হয় তথাপি সফল শিক্ষাদানের জন্য ও সফল শিক্ষক তৈরীর জন্য এ দক্ষতা অত্যন্ত সহায়ক। কারণ Micro-teaching প্রক্রিয়ায় বার বার অনুশীলনের মাধ্যমে একজন নতুন শিক্ষক শিক্ষাদানের সকল কৌশল আয়ত্ত করে হতে পারেন একজন সার্থক শিক্ষক।

ছদ্ম শিক্ষণ বা সিমুলেশন (Simulation) কৌশল

অনেক সময় দেখা গেছে কোন একটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা প্রদানের জন্য ঠিক বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি করে শিক্ষণ-শিখন কাজ পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। এসব ক্ষেত্রে ঐ বাস্তব অবস্থার কাছাকাছি একটি কৃত্রিম অবস্থা বা প্রতিকৃতির মাধ্যমে বিষয়টি সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা চিত্রায়নের চেষ্টা করা হয়। শিক্ষণ-শিখনের এই কৌশলকে ছদ্ম শিক্ষণ বা সিমুলেশন কৌশল বলা হয়।

বি.এড. প্রশিক্ষণার্থীগণ কিভাবে শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল আয়ত্ত করা কাজে সিমুলেশন বা ছদ্ম শিক্ষণ কৌশল ব্যবহার করবেন?

টিউটর/ট্রেনার এর পরামর্শক্রমে তারা নিম্নোক্ত কাজগুলো করবেনঃ

১. শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টিকরণ

২. যে কোন কৌশলের দক্ষতা আয়ত্ত করার জন্য একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। ২/৩ জন পর্যবেক্ষক হয়ে মূল্যায়ন ছক বা evaluation sheet এর মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখন কাজটি মূল্যায়ন করবেন।

৩. অন্য সকল প্রশিক্ষণার্থী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রূপে শ্রেণীকক্ষে পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

৪. একই প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী পর্যবেক্ষক হয়ে অন্যদের শ্রেণীকক্ষের কার্যকলাপ মূল্যায়ন করবেন।

৫. সেশন শেষে সবার মূল্যায়ন ছক সহ দলগত আলোচনার মাধ্যমে নিজেরদের সবল-দুর্বল দিক চিহ্নিত করবে।

৬. মূল্যায়ন ছকের ক্ষেত্রে সাধারণত ৩/৫/৭ পয়েন্টের স্কেল তৈরি করা হয়।

৭. যেহেতু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণার্থীদের কার্যাবলীর মান মূল্যায়ন করতে হয় তাই খোলা প্রশ্ন রাখাই শ্রেয়। তবে কোন প্রশিক্ষণার্থীর আচরণে বিশেষ কোন ভঙ্গি সম্বন্ধে মন্তব্য থাকলে তা ছকের শেষাংশে মন্তব্য আকারে লিখতে হবে। দলগত আলোচনার সময় অত্যন্ত বন্ধুভাবাপন্ন স্বরে এই মন্তব্যগুলো আলোচনায় আনতে হবে যাতে করে উদ্দিষ্ট প্রশিক্ষক মনোকষ্ট না পান।

মূল্যায়ন :

১. অনুশিক্ষণ ও ছদ্মশিক্ষণ কী? শিক্ষাদান ক্ষেত্রে এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

২. অনুশিক্ষণ ও ছদ্মশিক্ষণের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন। শিক্ষণ দক্ষতা আয়ত্ত করণের কৌশল গুলোর বিবরণ দিন।

৩. অনুশিক্ষণ ও ছদ্মশিক্ষণের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-১

- অনুশিক্ষণ হচ্ছে দক্ষতা ভিত্তিক এক ধরনের প্রশিক্ষণ কৌশল।
- পাঠের দ্রুততম বা মৌলিক বিষয় নিয়ে চর্চা করা হচ্ছে অনুশিক্ষণ।
- এ পদ্ধতিতে শিখনের সবগুলো কৌশল একবারে আয়ত্ত না করে অনুশীলনের মাধ্যমে মাত্র একটি করে কৌশল একবারে আয়ত্ত করা হয়।
- সমগ্র পাঠকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে- প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক ভাবে অনুশীলন করাই অনুশিক্ষণ
- অনুশিক্ষণ চক্রঃ

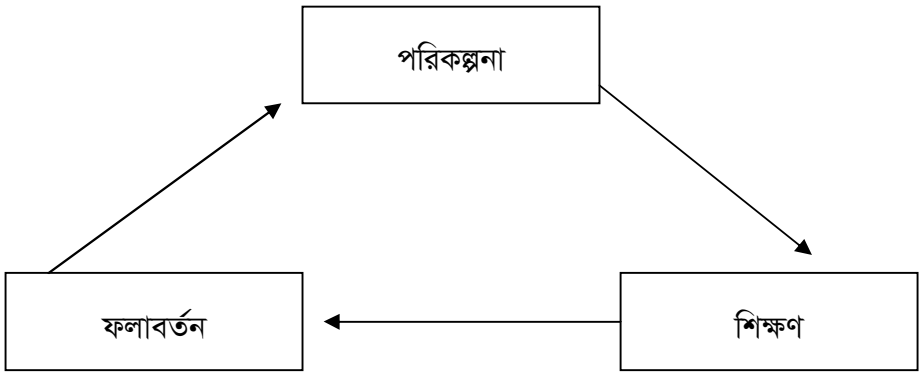

পর্ব-২

(ক) অনুশিক্ষণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- পর্যবেক্ষণ যোগ্য
- পরিমাপ যোগ্য
- সু-নিয়ন্ত্রিত এবং
- সংশোধন যোগ্য

(খ) কৌশলসমূহ

- উদ্দীপনার বৈচিত্র্য
- পাঠ প্রস্তুতি
- বলবৃদ্ধি
- প্রশ্নকরণে দ্রততা
- বিভিন্নমূখী প্রশ্ন
- উদাহরণ ব্যবহার
- বক্তৃতা দেয়ার ভঙ্গি
- সমাপ্তিকরণ ইত্যাদি

(গ) ১. কৃত্রিম পরিবেশে পাঠদান করতে হয়।
২. প্রশিক্ষণার্থীরা কখনো শিক্ষক আবার কখনো শিক্ষার্থী হিসেবে কাজ করে।
৩. ছদ্ম শিক্ষণ ভূমিকাভিনয় বিশেষ
৪. শিখনের সবগুলো কৌশল অনুশীলন করা হয়।
৫. ফিডব্যাকের ব্যবস্থা থাকে।
৬ আলোচনার মাধ্যমে পাঠদানের ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করা হয়।

পর্ব-৩

ক্রম.	অনুশিক্ষণ	ক্রম.	ছদ্মশিক্ষণ
১.	শিখনের একটি মাত্র কৌশল অনুশীলন করা হয়।	১.	শিখনের সবগুলো কৌশল একবারে অনুশীলন করা হয়।
২.	একটি আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি।	২.	ভুমিকাভিনয় পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত।
৩.	গ্রুপের প্রয়োজন হয়।	৩.	গ্রুপের প্রযোজন হয়।
৪.	পাঠ পরিকল্পনার উন্নয়নে ব্যবহৃত হয়।	৪.	পাঠ পরিকল্পনার উন্নয়নে ব্যবহৃত হয়।
৫.	সমগ্র পাঠকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা হয়।	৫.	সমগ্র পাঠকে একবারেই উপস্থাপন করা হয়।